উন্মাদ

২৮২
ডিসেম্বর ২০১২

মূল্য-
বছরের শেষ ডজ্
২৫ টাকা!

সেই ১৯৭৮ থেকে

42000 00000

www.unmadmag.com

বাংলাপিডীএফ এক্সক্লিউসিভলী প্রতি মাসে প্রকাশ করছে
উন্মাদ ম্যাগাজিন এর অনলাইন সংস্করন।

BanglaPdfBoi.Com

প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৭৮
বর্তমান প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১২

(এখন সরল অংক করিয়া বাহির করুন কত বছর হইল?)

উন্মাদ

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২, ডিসেম্বর ২০১২ (উন্মাদ নং-২৮২)
১৯৪/৪., ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০
habibunmad@yahoo.com unmadmag@yahoo.com
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ০ প্রকাশক ঃ ইস্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

সম্পাদক/ প্রকাশক
আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

<u>কার্টুন ডিভিশন</u>

■ <u>নির্বাহী সম্পাদক</u>
মেহেদী হক

■ <u>সহযোগী উন্মাদক</u>
শাহরীয়ার শরীফ
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ

■ <u>সহকারী উন্মাদক</u>
নাসরীন সুলতানা মিতু,
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়,
শরিফুল ইসলাম তামিম

<u>আইডিয়া ডিভিশন</u>

■ <u>নির্বাহী সম্পাদক</u>
অনিক খান

■ <u>সহযোগী উন্মাদক</u>
মুস্তাফিজুর রহমান
আনিসুল কবীর খোকন
তৌফিক রিপন

■ <u>সহকারী উন্মাদক</u>
মারুফ রেহমান, মাকামে মাহমুদ
মেহেদী হাসান খান

■ <u>জনসংযোগ উন্মাদক</u>
বিপনু চৌধুরী

■ <u>বিদেশ প্রতিনিধি</u>
ওয়াহিদ ইবনে রেজা

■ <u>আলোকচিত্রী</u>
কায়সার হামিদ শুভ

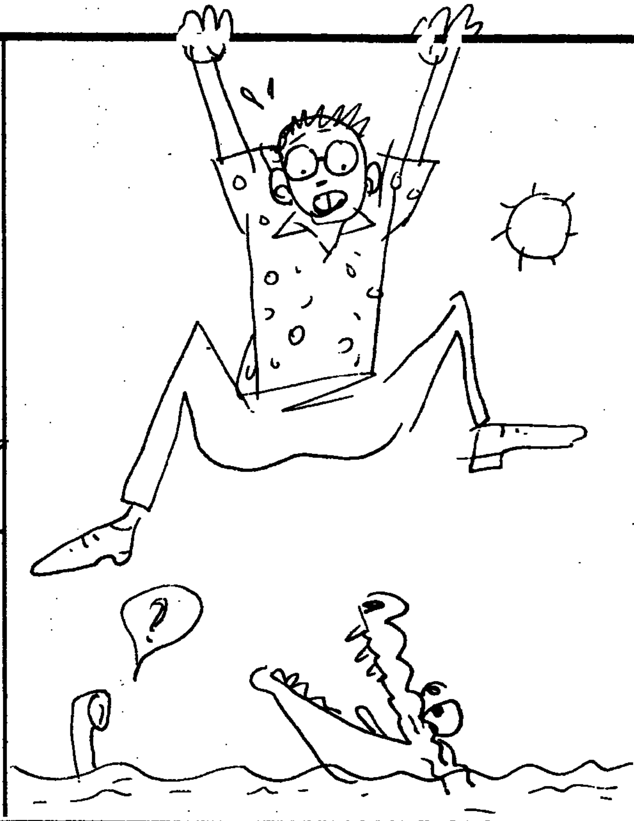

প্রচ্ছদ - নাসিম আহমেদ

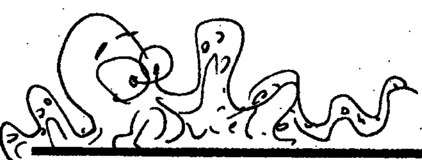

প্রধান নির্বাহী ■ সাজ্জাদ কবীর

কার্টুন	আইডিয়া	লেখালেখি	কম্পিউটার
মোর্শেদ মিশু, তারিক সাইফুল্লাহ, জাহানারা নার্গিস, আরাফাত, শিখা, রাজীব, নুরে আলম জিকু, মাহির, রকিব।	নাফিস সবুর, ফয়সাল সোহান, সিফাত, অর্পন দাশ গুপ্ত, পরশ, আসিফ।	হাসান খুরশীদ রুমী মোকারম হোসেন শফিক হাসান।	জুননুর রহমান রনবীর আহমেদ বিপ্লব বিশ্বজিৎ বড়ুয়া...

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে , লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা (তবে নির্ভূল করার চেষ্টা অব্যাহত...এবং ব্যার্থ!)

চিঠিপত্র, NO প্রেমপত্র!

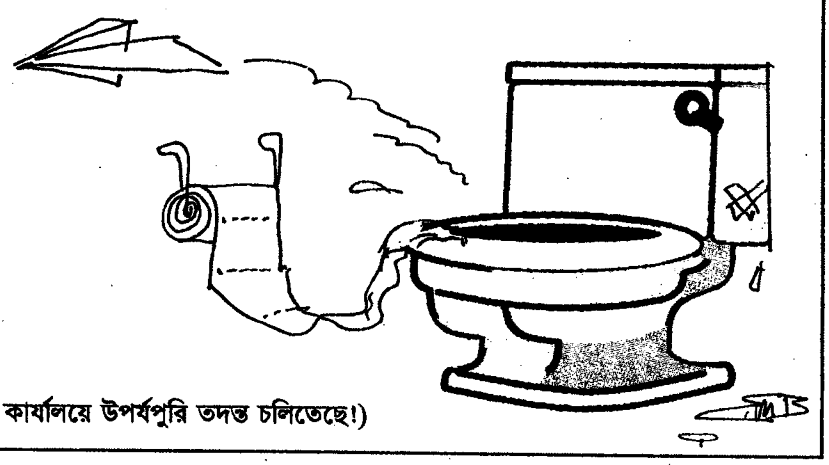

(মতামতের জন্য কাহাকে দায়ি করিব তা নিয়া উন্মাদ কার্যালয়ে উপর্যপুরি তদন্ত চলিতেছে!)

সম্পাদক
আমি উন্মারে একজন একনিষ্ট পাঠক। না ভুল বললাম। আমি উন্মারে দুই নিষ্ট পাঠক কারণ আমি উন্মাদ দুইবার পড়ি। তৃতয়িবারও পড়িতাম কিন্তু আমার ছোটবোন নিয়া যায় তাই আর পড়িতে পারি না।
গত সংখ্যায় আপনারা খুব খারাপ কাজ করিয়াছেন আমার প্রিয় তিন গোয়োন্তদাকে যা না তা করিয়াছেন। আমি তিব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।
এবার আমি দুইটা জোক শোনাইতে চাই।
জোক-১
এক লোক এর রাতে ঘুম হয় না তাই একদিন ডাক্তারের কাছে গেল
-আপনার ঘুম হয়না সে জন্যতো আপনাকে একটা সলিউশন দিয়েছিলাম
-জি ঐ ভেড়ার পাল গোনাতো?
-ঘ্যা হ্যা ভেড়ার পাল গুনেন না
-জি গুনিতো
-জি ঘুম এস যায়। কিন্ত' একটু পর ওদেও গায়ের গন্ধে ফের ঘুম ভেঙে যায়।
জোক-২
গোলি কেন গোলপোস্টে বল ধরতে লাফায়?
-কেন?
- কারণ গোলপোস্ট লাফায় না। চিঠি না ছপিলেও দয়া করিয়া জোকতুইটি ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। এবং পরে আপনার কোন গ্রন্থে স্থান বিেন। প্লিইইইজ...।
দোয়া করি ভাল থাকেন।
মোঃ সেলিম চৌধুরী
আৰাদুলালঅহ পুর
ঢাকা।

০০

প্রিয় উন্মাদক
আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আমি নিয়মিত উন্মাদ পড়ি ও আমার ছোট ভাই নিয়মিত উন্মাদ ছিড়ে। তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন। সে সবেমাত্র হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। সামনে যেই কাগজই পায় মুহুর্তে ছিড়ে ফেলে। তগ সংখ্যাটা বেশ ভালই হয়েছে। আমার প্রিয় বিষয় ওয়েস্টার্ন আবার শুরু করেছেন দেখে বিশেষ প্রিত হলাম। হাসান খুরশীদ রুমী ভাইকে এ জন্য ধন্যবাদ। উন্মাদে ছড়া এত কম কেন? রম্য লেখাও আজকাল ছাপেন না। তবে জোক ভাল লাগে। জোক ছাপানোর জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক সাহেব
আশা করি ভাল আছেন। আমরা ভাল নেই। কারণ আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরী থেকে সকল উন্মাদ (প্রায় আশিটার মত) চুরি হয়ে গেছে। কে এই কাজ করেছে তা নিয়ে অবশ্য এক তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছে। তবে ফলাফল শূন্য এমতাবস্থায় আপনার আসু সহযোগীতা আশা করছি। কিভাবে আশিটি উন্মাদের শূণ্যস্থান পূরন করা যায় তাই নিয়ে... আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই আপনার অফিসে। আমরা অবশ্য কিনে নিব (সম্ভব হলে কম দামে) আর কি তবে গত সংখ্যাটা (তিন গোয়েন্দা) বেশ ভালই হয়েছে মন্দের উপর পাতলা। তবে চিকনে বলি আপনার আকা এতে কম কেন? আরেকটু বেশী আঁকলে হয় না? মেহেদী ভাইওতো আকলো না কিংবা আরাফাত ভাই? উনার ভুত এফএম ব্যান্ডটা দারুন হইছিল। বিশেষ কি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ইনফিনিটি শুভেচ্ছা। আর ও হ্যাঁ ঐ আশিটি উন্মাদের ব্যাপারে কিন্তু আমরা সিরিয়াস আসব অফিসে। সালাম...
(নামও)
আব্দুস সালাম
নয়াপল্টন লাইন, আজিমপুর।

কার্টুন- পাভেল

চেনা ছড়া

মনিরুল হাসান

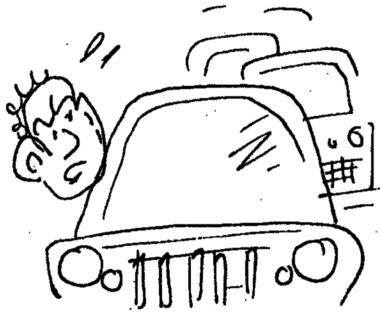

কেমন লাগে মেজাজ যদি
এমন কারো ঘটে?
কোথাও দ্রুত যাওয়ার সময়
যায় পড়ে যানজটে।

কারো প্রেমেই পড়েনি যে
তার মনে এই বিষাদ,
জানে না সে প্রেমে পড়ে
ছ্যাঁকা খাওয়ার কী স্বাদ।

বলছে নেতা, 'বইছে দেশে
উন্নয়নের ঢেউ।'
শুনছে সবাই কানে, চোখে
দেখছে না তো কেউ।

বাসায় ফিরে বললো খোকা
রান্নাঘরে গিয়ে,
'মাথাটা মা দাওতো ধুয়ে
কাক করেছে 'ইয়ে'।'

'ষড়ঋতু' মানে যদি
ছয়টি ঋতু হয়,
'ষড়যন্ত্র' মানে কি ভাই
ছয় যন্ত্র নয়?

স্কুলটা জমতো দারুণ
মজাও হতো ক্লাসে,
খেলাধুলাও থাকতো যদি
পড়ার সিলেবাসে।

বাংলা বারো মাসের কথা
নেতা জানেন অল্প,
তাইতো তিনি শোনান শুধু
আষাঢ় মাসের গল্প।
অবাক হয়ে খুকু বলে,
'বলোতো মা কী লাভে?
আমি যদি সুখে থাকি
ভুতে আমায় কিলাবে?'

বর্তমানের তরুণদেরই
বাড়ছে অকালপক্কতা,
পথেঘাটে দেখায় তারা
ঈভ টিজিংয়ের দক্ষতা।

চলুন সবাই ঘুষখোরদের
ঘুষ চাইতে করি মানা,
অফিসে কেউ ঘুষ চাইলে
করি তাকে জরিমানা।

হতাশ মুখে চাচা বলেন,
প্রেস্টিজ শেষ আমার।
চাকরী পেতে ভাতিজাটা
ঘুরছে পিছে মামার।"

সব মানুষের মাঝে
মানবতাবোধ চাই,
কল- কারখানাতে
শিশুশ্রম রোধ চাই।

monirulhassan08@gmail.com

সম্পাদক, উন্মাদ
পরসমাচার এই যে আমি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছি উন্মাদে একটা চিঠি লিখব কিন্তু সময় আর হয়ে উঠে না। শেষ পর্যন্ত আজ (আমার জন্মদিন) কের নিটাকে বেছে নিলাম। কত কথা জমে আছে আপনাকে লিখার। কিন্তু লিখতে বসে আর কিছু মনে আসছে না। কি লিখি? তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে উন্মাদ আমার প্রিয় পত্রিকা। প্রতি সংখ্যাই কিনি আর হাসি। উন্মাদের সবচে প্রিয় আমার পরিদর্শন। আমি অপেক্ষায় থাকি এবার উন্মাদ কিভাবে ধরা খাবে। এবং শেষের রা খাওয়াটা বেশ এনজয় করি। আচ্ছা এমন হয় না। একবার সে ধরা খেল না। শান্তিপূর্ণভাবে পরিদর্শন শেষ করল? বিষয়টা ভেবে দেখবেন। বেচারাকে আপনারা শুধু মার খাওয়ান কেন? ওরওতো একটা জান আছে নাকি?
সবশেষে এটাই বলব আমাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাবেন (২৫ নভেম্বর) আর দাওয়াত রইল জন্মদিনে যদি গরিবের ঘরে হাতির পাড়া দেন।
রকিবুল হাসান
বনগ্রাম রোড, পুরান ঢাকা।

০০

উন্মাদ ভাই
আমার সালাম নিবেন। আমি আপনাদের উন্মাদের একজন ভক্ত। তবে সব সময় নয়, তবে মাঝে মাধ্যে শক্ত সমালোচক। যেমন গত সংখ্যাটার কথাই বলি। গত সংখ্যাটা সত্যি বলতে কি আমার কাছে অত ভাল লাগেনি। মনে হয়েছে আপনারা ফাঁকি মেরেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে ফাঁকি-ঝুঁকি একটু কম মারবেন। আপনারা ফাঁকি মারলে আমিও কিন্তু ফাঁকি মারবো। মানে, আপনাদের উন্মাদ কেনা বন্ধ করে দেব। আশা করি আপনারা এভাবে ফাঁকি দিলে নিজের পায়ে চাইনিজ কুড়াল মারবেন না। আপনাদের সবাইকে ডুমুরের ফুলেল শুভেচ্ছা ।
ভূপতি সাহা
আদাবর, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭।

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে প্র্যাকটিক্যাল জোক!

আমাদের স্কুলে বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে ব্যাঙ কাটা হবে। স্যার বলে দিয়েছেন সবাইকে যার যার ব্যাঙ নিয়ে আসতে হবে। দুজন করে গ্রুপ। আমরা ক্লোজ দুই গ্রুপ ঠিক করলাম আমার ফার্স্ট আর সেকেন্ড বয় এর গ্রুপকে একটু সাইজ করব। সবার ব্যাঙ ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে উল্টো করে পিন দিয়ে এটে রাখা হয়েছে। আমরা করলাম কি এক ফাকে ওদের আসল ব্যাঙটা সরিয়ে তার জায়গায় একটা প্লাসটিকের ব্যাঙ উল্টো করে লাগিয়ে রাখলাম। আমাদের প্লান ছিল স্যার আসার আগে প্লাসটিকের ব্যাঙ দিয়ে একটু মজা করা। কিন্তু হায় হায় স্যার চলে আসলেন এবং প্রথমেই গেলেন ওদের ট্রেতে...ব্যাস তারপর আর কি স্যার ধরে ফেললেন প্লাসটিকের ব্যাঙ। আর যায় কোথায়? কে করেছে এই কাজ? আমরা চুপ। তারপর স্যার রেগে-মেগে ওদেরই দিলেন রাম ধোলাই...! আমারে চেপে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি!!

-মাহমুদ, ধানমন্ডি

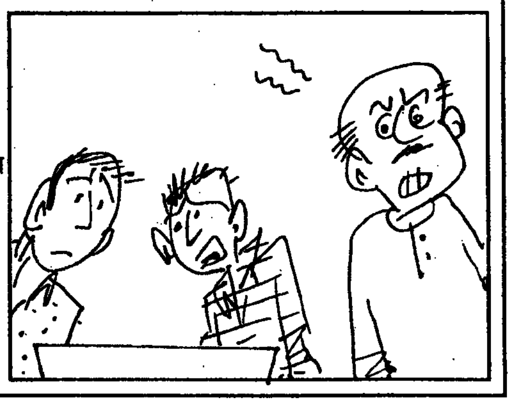

বিব্রত হাসি

শফিউল বারী

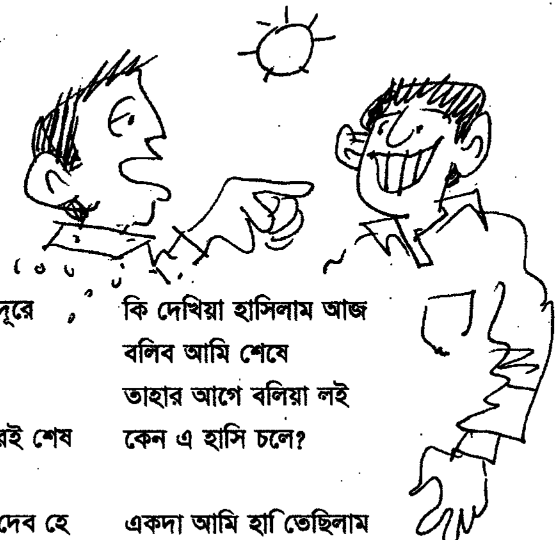

কি হে রামলাল
হাসিলে কেন?
বড্ড পেঁকেছো দেখি
যেদিন যাই ঘর হতে দূরে
তুমি বাধ সাজ পথে

শাসিয়া দিলাম, এ বারই শেষ
এমন করিলে পরে,
মাতবর ডেকে বিচার দেব হে
দেখিয়া নেব শেষে।

কি যে বলেন. দাদা ঠাকুর
আমি কাঁদিব কোন দুঃখে
হাসির জিনিষ দেখিলে কি কেউ
কাঁদিবে বসে বসে?

কি দেখিয়া হে রমলাল
এমন হাসিয়া পড় লুটে,
এমন হাসি হাসিলে পরে
দেখো, ওষ্ট না যায় ফেটে!
আচ্ছা বল, কি দেখিয়া
হাসিলে তবে আজ?

কি দেখিয়া হাসিলাম আজ
বলিব আমি শেষে
তাহার আগে বলিয়া লই
কেন এ হাসি চলে?

একদা আমি হাঁটিতেছিলাম
আপন কর্ম ভাবিয়া
আপনি দাদা ভেবেছিলেন তা
আপনা লক্ষ্য করিয়া।

তাহার পরে দেখা হইলেই
হাটিতেন কি এক দোলে!
তাই না দেখে আমি অধম
হাসিতাম প্রাণ খুলে।

আর সেই থেকে দাদা আজ অবধি
হাসিয়া করেছি জয়
বিজ্ঞ আপনি, অজ্ঞতো নয়
বুঝেছেন নিশ্চয়।।

ফেসবুক কাব্য

আল নাহিয়ান

ফেসবুকেতে কাব্য ঝরান কাক্কু, ভাবী, আপায়
কবি ধরে গাছের ডালে- কবি চিপা চাপায়

ভাবীর সাথে 'কাইজ্জা' হলে ভাইয়ারা দেন পোস্ট-
"এই জীবনের খ্যাতাপুড়ি- মইরা হমু ঘোস্ট"
ভাবী তখন সেই পোস্টেই কমেন্ট করে বসেন-
'আমার মতো বউ পাবা কই, কপাল নিজের ঘষেন !'
ভাইয়া-ভাবীর কমেন্ট পড়ে বাদবাকীরা হাঁপায়
কবি ধরে গাছের ডালে- কবি চিপা চাপায়!

এই ডিজিটাল যুগেও আছে কবির আরেক পদ
সেই কবিদের ব জুড়ে বয় কবিতার হ্রদ
ব্রীজ, ফুটপাথ, সিঁড়ি, বাজার, ভার্সিটি বা হলে
গোসলখানা, টয়লেট আর বাস ছাউনির তলে
কিংবা আবার শপিংমলে- গাউসিয়া বা রাপা'য়
কবি ধরে গাছের ডালে- কবি চিপা চাপায়!

আরেক রকম কবির গায়ে সারাক্ষণই জ্বর
মুষলধারের কাব্য-জ্বরে ভোগেন জীবনভর
ডাল-খিচুড়ি সবই লেখেন ; 'নোবেল' ঘোড়ার ডিম
আশেপাশের ভাই-বেরাদার, পড়শিরা Victim!
তাদের এ জ্বর ছাড়ে নাতো এন্টাসিড আর নাপা'য়
কবি ধরে গাছের ডালে- কবি চিপা চাপায়!

রবীন্দ্রনাথ-শুকান্তেরা মুখ গুঁজিতেন ঠিকই-
এফবি জুড়ে লক্ষ কবি জ্বলেন ঝিকিমিকি!
কোদাল হাতে এই কবিরা খোঁড়েন ছড়ার খাল
সেই খালেতে স্রোত এনেছে মডার্ণ ভার্চুয়াল !
নিজের খোঁড়া খালে ডুবে সেই কবিরা দাপায়
কবি ধরে গাছের ডালে- কবি চিপা চাপায় !

মাস্ট কার্টুন

আন্তর্জাতিক কার্টুন...?

কার্টুন- বনি

হে হে উৎসব...

কার্টুন- মেহেদী হক

কাম সারছে বাংলা একাডেমিতে হে দেখি ইংরেজী কয়...ওস্তাদ একটা সনেট শুনায়া দেন
ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডি কার্ড?
HAY
সতত...হে নির্বোধ... তব ঘিলু নাহি তোর করোটি তলে...
ছলে বলে কলে কৌশলে ঢুকিব কি হে হে উৎসবে...?
এখন হি হবে আটকায়া দিল ঢুকবো কি ভাবে?
আরে চিন্তা নাই দেয়াল টপকান!
একি? এখানে দেখি কবিগুরু ঘাপটি মেরে আছেন ঝোপের মধ্যে?
হে হে হে
কে মধু এসেছ? আচ্ছা এরা আমাদের না ডেকে হে হে উৎসব করছে কেন?
সেকি তুমি হে হে করে হাসছ কেন?
না হাইসা উপায় আছে আইছিলাম সনেট পড়তে এখন দেখি গাড়ির বনেট দিয়া ধূয়া উড়ে...বাড়ি যামু ক্যামনে??
কাম সারছে! উনারা এখানে কেন?!

আরে এলটন জন আর জর্জ মাইকেল আপনারা এখানে হে হে উৎসবে কেন? এটাতো লেখকদের উৎসব...
এ্যাঁ?? হে উৎসব! আমরাতো শুনলাম গে উৎসব!! তাইতো ছুটে এলাম!
তাইলে একটু হাইসা লই... মাইকেল বোগলে একটু কাতু কুতু দেওতো হে হে হে হে...(উৎসব)
আরে লর্ড ক্লাইভ বস আপনি এখানে?
হুম আমিই...
সত্যিকথা বলতে কি কিছু হাসির ছড়া লিখেছিলাম ভাবলাম হে হে উৎসবে পাঠ করলে সবাই হে হে করে হাসবে। কিন্তু ঢুকতেইতো পারছি না। ঢোকার কোন বুদ্ধি আছে?
এরই ক্লাইভ কাণ্ড আর লাল ছা খান বুদ্ধি আই যাইব... এরই মোতাব্বির লাল বান্দররে লাল ছা দেঁ
এই সব নীল কর বেনিয়াদের উৎসব মানি না মানি না...এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি...ঐ বাইরে ব্যানারটা ঝুলায়া দেও জলদি...
আরে বস আপনেরে ভিতরে ডাকে...
সত্যি আমারে ডাকে?...খারাও বত্রিশপাতার কবিতাটা লয়া লই...ঐ ব্যানার ঝুলাইস না!

এক্সক্লুসিভ
কোলাজ ফিচার

গ্রন্থনা- নাফিস সবুর

প্যারা-এ্যাবনরমাল এ্যাকটিভিটিস্!

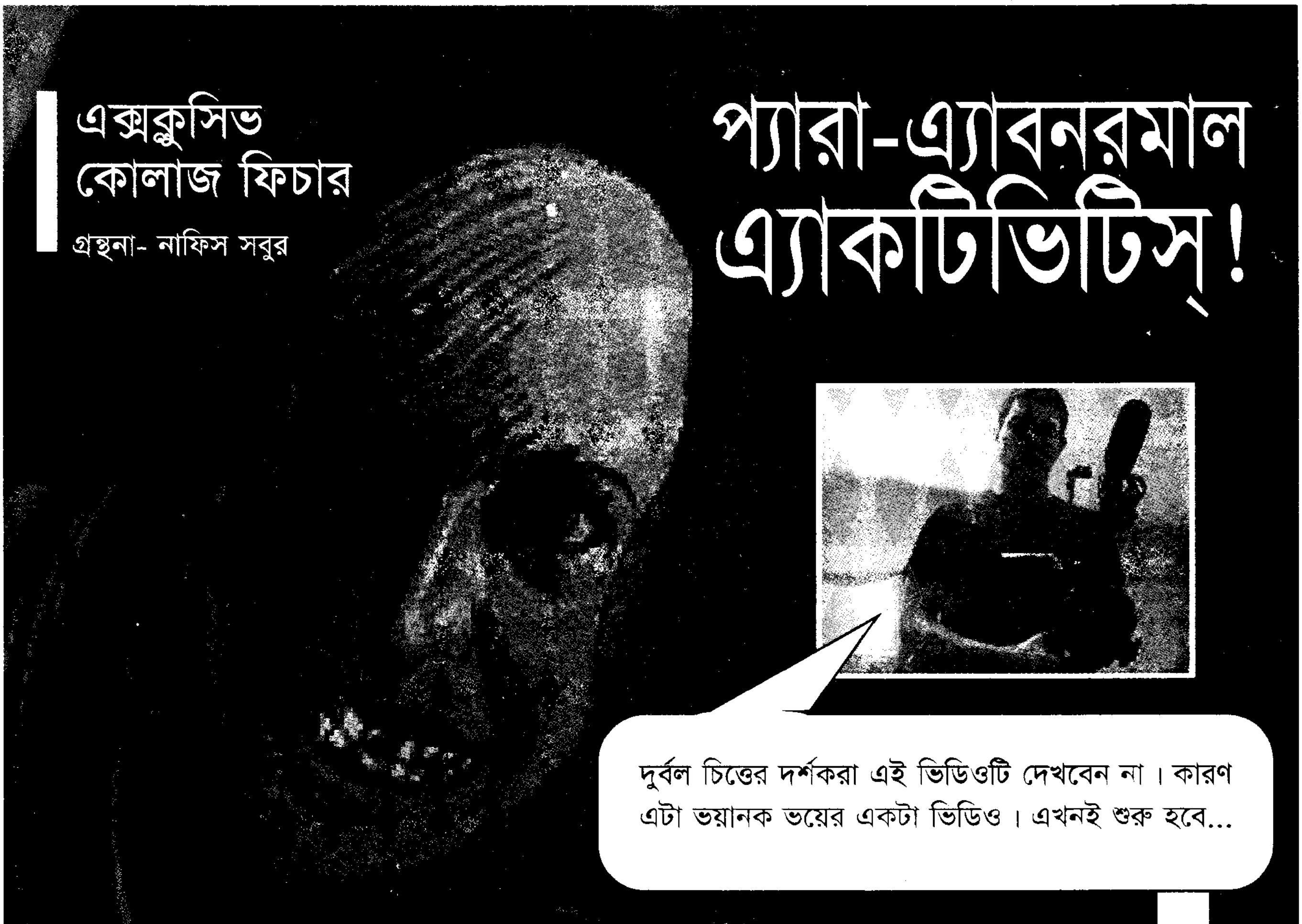

...একটু অপেক্ষা করুন ভুতরা সব মোকাপরুমে মেকাপ নিচ্ছে। তবে মুশকিল হচ্ছে আর্টিস্টরা মেকাপ নিলে ভুতের মত লাগে আর ভাইস ভার্সা ভুতরা মেকাপ নিলে আর্টিস্টদের মত স্মার্ট লাগে... তারপরও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ভুত ভাইজানরা একটু জলদি করেন...

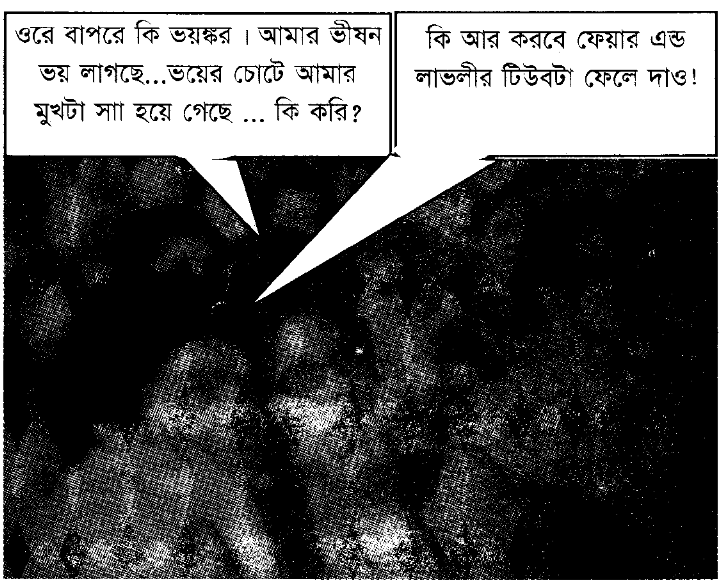

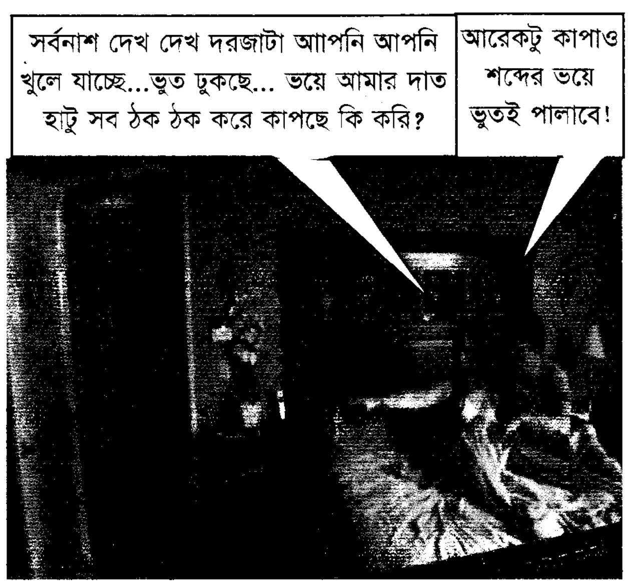

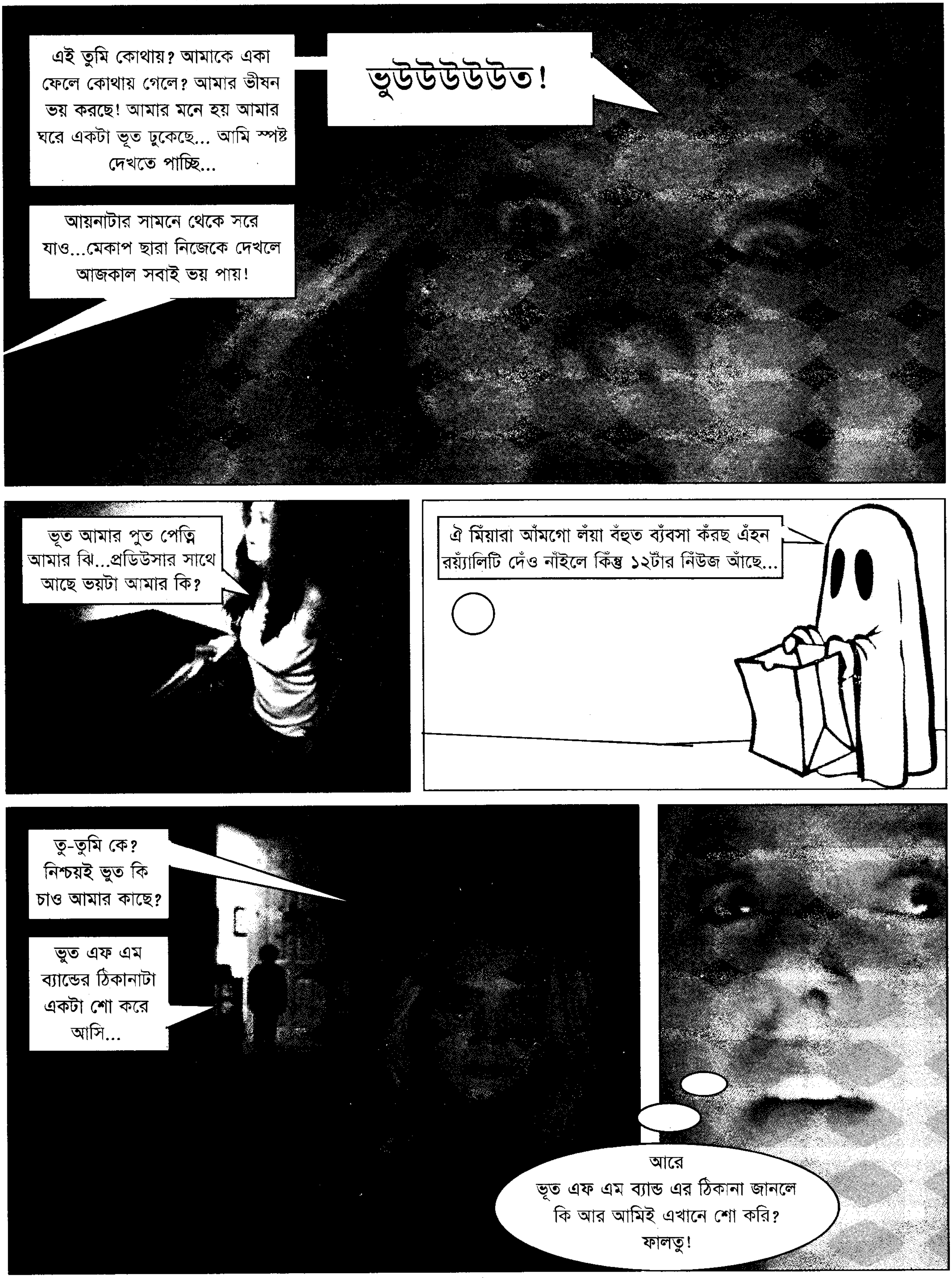
এই তুমি কোথায়? আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে? আমার ভীষন ভয় করছে! আমার মনে হয় আমার ঘরে একটা ভূত ঢুকেছে... আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি...
ভুউউউউউত!
আয়নাটার সামনে থেকে সরে যাও...মেকাপ ছারা নিজেকে দেখলে আজকাল সবাই ভয় পায়!
ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি...প্রডিউসার সাথে আছে ভয়টা আমার কি?
ঐ মিঁয়ারা আঁমগো লঁয়া বঁহুত ব্যাঁবসা কঁরছ এঁহন রয়্যাঁলিটি দেঁও নাঁইলে কিঁন্তু ১২টাঁর নিঁউজ আঁছে...
তু-তুমি কে? নিশ্চয়ই ভুত কি চাও আমার কাছে?
ভুত এফ এম ব্যান্ডের ঠিকানাটা একটা শো করে আসি...
আরে ভূত এফ এম ব্যান্ড এর ঠিকানা জানলে কি আর আমিই এখানে শো করি? ফালতু!

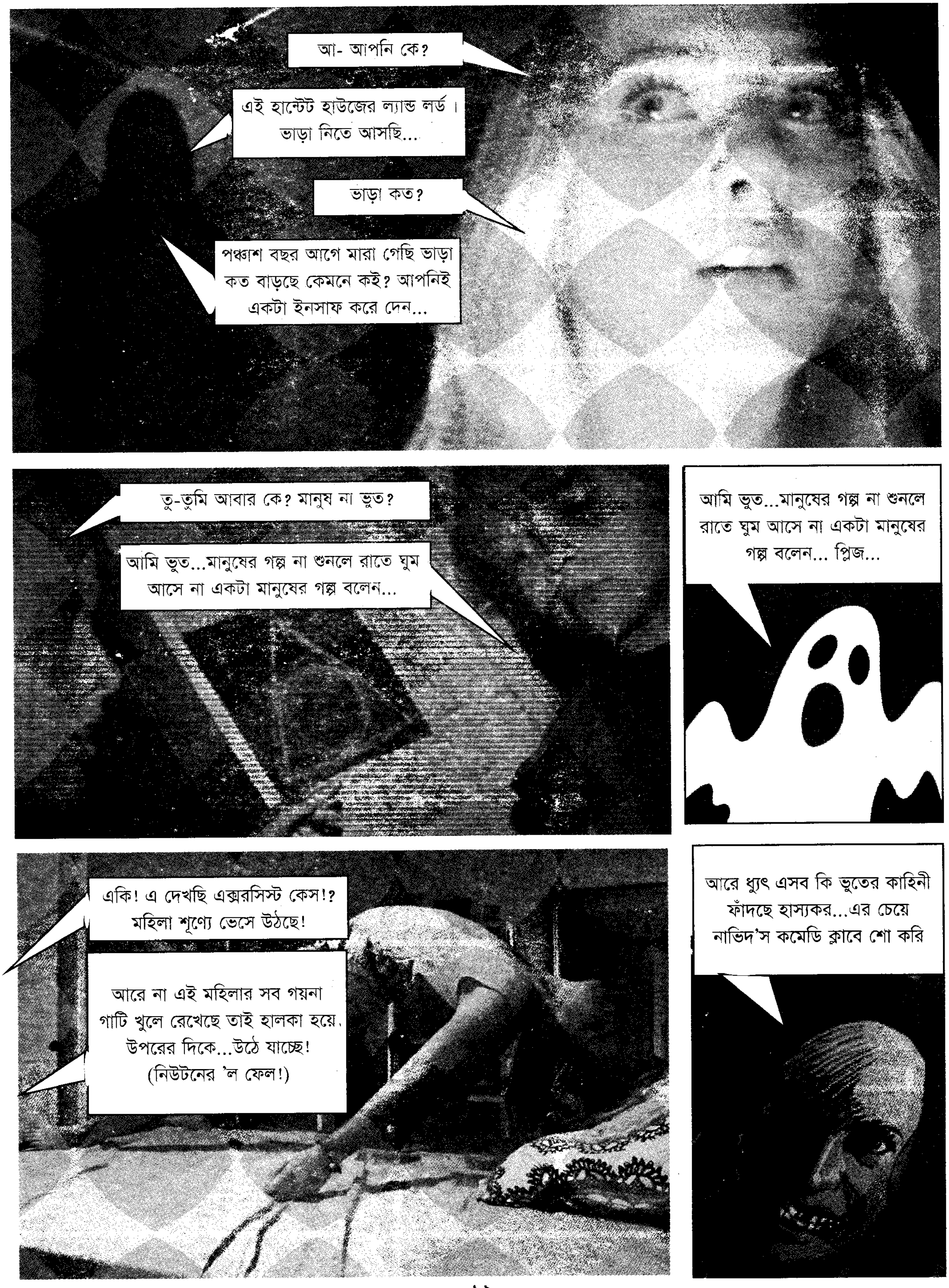
আ- আপনি কে?
এই হান্টেট হাউজের ল্যান্ড লর্ড। ভাড়া নিতে আসছি...
ভাড়া কত?
পঞ্চাশ বছর আগে মারা গেছি ভাড়া কত বাড়ছে কেমনে কই? আপনিই একটা ইনসাফ করে দেন...
তু-তুমি আবার কে? মানুষ না ভুত?
আমি ভুত...মানুষের গল্প না শুনলে রাতে ঘুম আসে না একটা মানুষের গল্প বলেন...
আমি ভুত...মানুষের গল্প না শুনলে রাতে ঘুম আসে না একটা মানুষের গল্প বলেন... প্লিজ...
একি! এ দেখছি এক্সরসিস্ট কেস!? মহিলা শূণ্যে ভেসে উঠছে!
আরে না এই মহিলার সব গয়না গাটি খুলে রেখেছে তাই হালকা হয়ে. উপরের দিকে...উঠে যাচ্ছে! (নিউটনের 'ল ফেল!)
আরে ধ্যুৎ এসব কি ভুতের কাহিনী ফাঁদছে হাস্যকর...এর চেয়ে নাভিদ'স কমেডি ক্লাবে শো করি

আবার একটা বছর চলে গেল...২০১২, কিন্তু এ বছরে আমরা কি প্লাম (পেলাম) আর কি প্লাম (পেলাম) না তা কি ভেবে দেখেছি?

কি প্লাম আর কি প্লাম না!

কার্টুন- শাহরীয়ার শরীফ
লেখা- নাফিস সবুর, এসেম হেলাল

এ বছরে কি প্লাম...

এ বছরে কি প্লাম না...

বাংলার টম ক্রুজ অনন্তকে পেলাম...

বাংলার স্পিলবার্গকে পেলাম না...

সাগর-রুনী সহ বহু তদন্তের আশ্বাস পেলাম...

বাস্তবায়ন পেলাম না...

এ বছরে কি প্লাম...
এ বছরে কি প্লাম না...
এ বছর অনেক টিভি চ্যানেল পেলাম...
TV
TV.
CH.
CH.
TV-CH.
কিন্তু কোন মান সম্মত প্রোগ্রাম পেলাম না...
ওয়াসফিয়া-নিশাত এর এভারেস্ট বিজয় পেলাম...
কিন্তু গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা পেলাম না...
ডিজিটাল বাংলাদেশ পেলাম...
কিন্তু ননস্টপ পিসি চালু রাখার জন্য বিদ্যুৎ পেলাম না...

এ বছরে কি প্লাম...
এ বছরে কি প্লাম না...
তিনটা বাঘের বাচ্চা পেলাম...
কিন্তু 'কালো বিড়াল' পেলাম না...
কোকোর টাকা পেলাম...
হলমার্কেরটা পেলাম না...
প্রতি মাসেই উন্মাদ পেলাম...
কিন্তু হাসির কিছু পেলাম না...
উন্মাদ

স্মৃতিচারণ
(বাথরুমের উপসংহার)
আরিফ রেজা

আহ... ...প্রায় সাত বছর পর পুরোনো জায়গায় এসে অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। কিছু আছে মজার স্মৃতি, কিছু আছে দুঃখের, তো কিছু আছে গোপন। এরকম একটা গোপন স্মৃতি কেনও জানি আজকে শেয়ার না করে পারছিই না। এম.বি.এ. করতে এসে প্রথম ৩ মাস আমি একটা ইউনিভার্সিটির ডর্মেটরীতে উঠি। এখানে ছাত্রদের রুমের সাথে এটাচড বাথরুম ছিল না। ৬টা সিঙ্গেল রুমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রুমের দরজার একটু পাশেই একটা কমন বাথরুম এরিয়া।

ডর্মেটরিতে এসেই প্রথম যে প্রবলেমে পড়লাম তা হল এখানের কমোডের সাথে কোনো মুসলিম শাওয়ার নেই। টয়লেট পেপার ব্যবহার করায় কোনদিনই খুব একটা অভ্যস্ত ছিলাম না। আর অক্সফোর্ড শহরে বদনাও বা পাবো কোথায়!... বদনা কিনতে হলে যেতে হবে পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালি পাড়ায় (সেই ... টাওয়ার হ্যামলেটেসের হোয়াইট চ্যাপেলে) যেখানে কিনা এখান থেকে যেতে কম করে হলেও ঘন্টা দুয়েক লাগবে... আর ওটা (!) কিনতে এতদূর যাওয়া ফিজিবল ও হবে না!

প্রথম প্রথম বুদ্ধি করে রুম থেকে ২লিটার কোক এর খালি বোতল নিয়ে বাথরুমে যেতাম। যাওয়া বা আসার পথে কেউ যেন বোতলটা না দেখতে পায় সেজন্য টাওয়াল দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে যেতাম। বগল দাবা করে যাওয়ার পথে প্লাস্টিকের বোতলের ট্যাপ খাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও বিশেষ সমস্যা হত না। প্রথম এক মাস বোতলই ভরসা ছিল।

একদিন সপ্তাহের কিছু টুকটাক জিনিসপত্র কিনতে সিটি সেন্টারের গ্রসারি শপে গিয়েছি। কেনাকাটা করে ফিরতে যাব এমন সময় চোখে পড়ল কেতলি'... চা বানানোর কেতলি; আস্তে করে ওটার কাছে গেলাম। জিনিসটা ঐ দিনই ভাল মত লক্ষ্য করলাম যে হাতলের অবস্থানগত পার্থক্য ছাড়া, 'বদনার' সাথে কেতলির ভালই মিল আছে। সমস্যা হল ওই দোকানে ছিল সব ইলেকট্রিক কেতলি, পিছন দিয়ে তার বের করা। আমি ফিলিপিনো সেলসগার্ল কে বললাম, 'তার ছাড়া... আই মিন ম্যানুয়্যাল কোনও কেতলি নাই? উনি অনেক খুঁজে একটা তার ছাড়া কেতলি বের করলো। ৯৯ পাউন্ড দাম কারণ যদিও এটার তার নেই তবুও এটা নাকি অত্যাধুনিক কেতলি। তার বের করা গুলোর দাম ৫০ পাউন্ডের বেশী না কিন্তু এটা কেন ৯৯ পাউন্ড তার খুব একটা কনভিন্সিং উত্তর সেলসগার্ল দিতে পারল না! আমি বললাম সমস্যা নেই। আমি কিনব। প্যাক ইট হানি।

বাসায় এসে খুব খুশি... আজ শান্তি মত উপসংহার টানা যাবে। আর কেউ এটা নিয়ে আমায় বাথরুমে ঢুকতে দেখলেও সমস্যা নেই। সবাই ভাববে হয়তো কল থেকে গরম পানি আনতে যাচ্ছি রুমে চা বানাবো বলে। ঘনঘন কেতলি নিয়ে বাথরুমে গেলেও সমস্যা নেই, সবাই বরং ভাববে 'ছেলেটা কতই না পড়াশুনা করে, পড়াশুনার প্রেসারের জন্য তার একটু পর পর চা না খেলেই নয়। বাজার শেষ করে রুমে এসেই খুশিতে লাথি দিয়ে কোক এর বোতল জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম।

সময় এলো কেতলি নিয়ে বাথরুমে যাবার। মুডের উপরে হাতে করে কেতলি নিয়ে ঢুকলাম বাথরুমে। কেতলিতে পানি ভরে কমোডের পাশে রেখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ইউরেকা ভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করছি, আহ্ এই বুদ্ধিটা এত দিন কেন এলো না? ২ লিটারের কোক এর বোতল থেকে এই ৩ লিটারের কেতলি কতই না হ্যান্ডি। চিন্তা ভাবনা শেষ করে পায়ের কাছে থেকে খুশি খুশি কেতলি ওঠাতে গিয়ে দেখি ওটার ভিতরে টগবগ করে বলক উঠছে। একি?? ধোঁয়া ওঠা কেতলির হাতল ধরে কোনমতে কেতলির গায়ের লেখা পড়ে দেখলাম যে 'এই সোলার পাওয়ারে চলা কেতলিতে পানি রাখলেই এটা অটোমেটিক পানি গরম করে দিবে। বলক ওঠা শেষ হলে কেতলি অটোমেটিক থামবে... আবার কেতলির পানি ঠান্ডা হওয়া শুরু হওয়া মাত্রই এটা অটোমেটিক পানিকে গরম করে দিবে; কেতলির বিশেষত্বই হল এটাতে একবার পানি ভরলে ওটা অল টাইম পানিকে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখবে। এ দেখি বিশাল সাইন্স...!

অক্সফোর্ড শহরের বাথরুমে বসে সেদিনই সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করলাম সাইন্স আসলেই আজ ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে।

লং ডিসট্যান্ট ইভ-টিজিং

আরেকটা গোপন স্মৃতি শেয়ার করি; অবশ্য এটা আমার জন্য গোপনীয় না; যাকে নিয়ে এই ঘটনা তার জন্য এটা হালকা গোপনীয়। আমাদের সাথে সেই সময়ে আরেকজন বাঙ্গালি ছাত্র পড়ত। ঢাকা আই.বি.এ থেকে বিবিএ করে এখানের বিজনেস স্কুলে মাস্টার্স করতে এসেছিল। আমার থেকে সে বয়সে ২/৩ বছরের ছোট ছিল বলে আমাকে 'ভাই ভাই' ডাকতো। উপরে উপরে আই.বি.এ. ভাব নিলেও ভিতরে ভিতরে হালকা ফটকা টাইপ ছিল। ওর কাজই হল কলিং কার্ড কিনে ঢাকায় ফোন করে মেয়েদের সাথে গল্প করা। চিনেনা.. জানেনা এরকম রঙ নাম্বারে ইচ্ছে করে ডায়াল করে কথা বলতো। মেয়ের গলা শুনলেই, হ্যালো, অমুক আছে? আমি ইউ.কে থেকে ফোন করেছি বলে গল্প শুরু করে দিত। কিছু মেয়ে কথা বলত না, কিছু মেয়ে ইউ.কে থেকে রঙ নাম্বার শুনেও কথা বলত। এটাই সে এনজয় করত। প্রায় দুইদিনই পর পরই সে কলিং কার্ড কিনে

এসব করত। আমি বলতাম ব্যাটা টাকা খরচ করে যখন বাংলাদেশেই ফোন করছ, তখন মা-বাবা, ভাই-বোন, গার্লফ্রেন্ড ওদের কল দাও না, সে ওদেরকে সপ্তাহে একবার কল দিবে ... আর ডেইলি কল দিবে এরকম র‍্যান্ডম বাঙ্গালি মেয়েদের।

একদিন আমি ক্লাস শেষে মাঠের বেঞ্চে বসে ঢাকায় বউ এর সাথে গল্প করছি এমন সময় আমার কাছে এসে বলল কি বস? কার সাথে মৌজ নিতেছেন? আমি বিরক্ত ভাব নিয়ে বললাম বউ এর সাথে আলাপ করি। ও একটু দূরে যেয়ে ঘাসের উপরে বসে হাসি হাসি মুখ নিয়ে কলিং কার্ডগুলো গুছাতে লাগলো। আমি ফোন শেষ করে ওর কাছে গেলাম। ও বলল 'বস, বউ এর সাথে এত কি আলাপ? সারা জীবন তো পড়েই আছে।' এখন ভাই আলাপ করবেন অন্য মানুষের বউ এর সাথে ... নিজের বউ এর সাথে না... হে হে। বস জানেন, আমার কি হইছে জানি না কিন্তু বাংলায় ফস্টি-নস্টি না মারলে আমার ঘুমই হয় না.. ইংরেজীতে কি আর মজার মজার কথা বলে মেয়ে পটানো যায়? বাঙ্গালি মেয়েদের সাথে ফোনে কথা বলার আবেগেই আলাদা, নাকি বস?' আমি বললাম, 'হু'।

সে বলতে থাকল, 'তো বস আমার স্টক শেষ... আমাকে আপনার ২/১ টা বান্ধবীর নাম্বার দিতে পারবেন? কসম আল্লাহ আপনার নাম নিব না। জাস্ট নাম্বার আর নাম দিলেই হবে, বাকি কাজ আমার... আমার কথায় জাদু আছে, বস বুঝলেন জাদু আছে। আমি বললাম, 'আচ্ছা নোট করো।' আমি বললাম, 'মেয়ের নাম হল মিষ্টি'। খুব সুন্দরী মেয়ে। এক সময় টিভিতে নাটক-ফাটক করত মনে হয়। অনেক লিবারেল ফেমেলির মেয়ে... ওকে কল দিতে পার। এই নাও নাম্বার; বলে ওকে আমি আলাউদ্দিনের মিষ্টির দোকানের টি.এন.টি নাম্বার দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, 'ফোন করলে ওর ভাই ধরবে কিন্তু সমস্যা নেই, ওরা অনেক লিবারেল... চাইলেই হবে ভাইয়ের কাছে'। সে আমার কাছে থেকে ফোন নম্বর নিয়ে লাফাতে লাফাতে রুমে চলে গেল।

২ দিন পরে তার সাথে আমার দেখা হওয়ার সাথে সাথে বলল বস, আপনি যে বললেন মিষ্টির ফ্যামিলি লিবারেল কিন্তু আসলে তো অনেক কনজারভেটিভ অ্যান্ড রুড। আমি বললাম, কেন কি হলো? ও বলল, প্রথম দিন কল দিয়ে ভাই কে বললাম, 'আসসালামুআলাইকুম, মিষ্টি কি আছে? উনি উত্তর দিল, আছে। আমি বললাম, একটু দিবেন কি? ভাই বলল, অবশ্যই দিব; আপনি আসেন। আমি বললাম 'ফোনে দেন আগে, পরে না হয় আসবো'। ভাই খট করে ফোন রেখে দিলেন। বুঝলাম না বস।

পরের দিন আবার কল দিলাম, বললাম মিষ্টি আছে? উনি বলল, আছে তো' আমি বললাম দেন তাহলে। উনি বলল না আসলে কিভাবে দিব? আমি বললাম ভাই আমি তো ইউ.কে এখন... ফোনটা দেন না মিষ্টিকে। ভাই বলল, ফোনের ভিতর দিয়ে আইসা তোর .... (অশ্লিল ভাষা) দিমু হারামি ফোন রাখখখ।' বস এমন করল কেন? এনি আইডিয়া ??

আমি গম্ভীর মুখে বললাম "চিন্তার বিষয়... দুই দিন পরে আবার না হয় ট্রাই করো, আর এই নাও আরেকটা নাম্বার রাখ; এই মেয়ের নাম ময়না' .... নামটা ওল্ড কিন্তু মেয়ে অনেক স্মার্ট... মডেলিং-ফডেলিং করে। ওর বাবা হয়তো ফোন ধরবে, বাবা কে বললেই হবে আঙ্কেল, একটু ময়নার সাথে কথা বলতে চাই'। বুঝলা?? এই নাও নাম্বার... বলে কাঁটাবনের পশু-পাখির দোকানের নাম্বার দিয়ে দিলাম।

সে বলল. 'বস... আপনি দেখি ছুপা রুস্তম দি গ্রেট...। থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার ফিস এন্ড চিপস পাওনা থাকল। আমি বললাম, 'নো প্রোবলেম'

কাঁটাবনের আঙ্কেল কি বলে গালি দিয়েছিল জানি না কিন্তু এর পর থেকে সে ভুলেও আমার কাছে কোনদিন নাম্বার চায়নি। আর ওকেও খুব একটা ফোনে আলাপ করতে দেখতাম না। কাঁটাবনের আঙ্কেল নিশ্চয়ই ভালই মুখ খারাপ করেছিল।

রজনীকান্তের এতিমখানা

বিয়ের আগে বউকে গল্প দিয়েছিলাম যে, সুইজারল্যান্ডের বাটারফ্লাই পার্কে নিয়ে যাব, কিন্তু বিয়ের পরে পরেই কাজের ব্যস্ততার কারণে ঐদিকে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। সময় স্বল্পতার কারণে ওকে সিঙ্গাপুর এর বাটারফ্লাই পার্কেই নিয়ে যাই। বিয়ে শেষ ... সুতরাং এখন আর বাটারফ্লাই, সূর্যাস্ত এইসব খুব একটা আবেগ দেয় না... তারপরেও কথা যখন দিয়েই ফেলেছিলাম, ওকে নিয়ে একদিন খুশি খুশি মনে বাটার ফ্লাই পার্কে যাই।

হোটেলে পৌছেই ফ্রন্ট ডেস্ককে ইনফরম করলাম যে, আমরা বাটারফ্লাই পার্কে যেতে ইচ্ছুক। হোটেল জানালো যে আগামীকাল সকালেই এই হোটেল থেকে একটা ট্রিপ যাবে বাটারফ্লাই পার্কে , যেখানের বেশিরভাগই নিউলি- ম্যারিড কাপলস। আমি ভাবলাম, খারাপ হবে না ওদের সাথে গেলে। আমি ও নাম লেখলাম কালকের ট্রিপের জন্য।

সাত সকালে হাসি খুশি আমরা বাসে যেয়ে উঠেছি। আমার পা অনেক লম্বা (শরীরের তুলনায় লম্বা না, শরীরের আনুপাতিক হারেই লম্বা) তাই বাসের একদম শেষের সিটে যেয়ে খুশি খুশি মনে বসেছি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি বেশিরভাগই সাদা চামড়া। আরও ভাল ভাবে দেখলাম যে আমি আর আমার বউ ছাড়া সবাই ইংলিশ স্পিকিং। ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি আর কেউ ছিল না... এশিয়ান বলতে কিছু চাইনিজ আর জাপানিজ কাপলস ছিল। দেখতে দেখতেই এক বাংলাদেশি দম্পতি বাসে উঠল।

আমি সাথে সাথে বীথিকে আস্তে করে বললাম যে, এই শুন, একজন বাঙ্গালি দম্পতি আসছে... ওরা যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলব যে আমরা ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি না; একটু মজা করব বুঝছো? আমরা ইন্ডিয়াতে থাকি... বাংলাদেশে না.. ওকে??। বীথি বলল যে তোমাকে কোন দিক দিয়ে ইন্ডিয়ান মনে হয়? আমি বললাম. আচ্ছা যাও, এটা বলব যে আমি সাউথ ইন্ডিয়ান কিন্তু বিয়ে করেছি মিডল ইন্ডিয়ান মেয়েকে... এবার খুশি?

বাঙ্গালি ভদ্রলোক বাসে উঠেই, আমাদেরকে দেখে হাসি দিয়ে সোজা আমার পাশে এসে বসে। আমি যতটা সম্ভব গম্ভীর মুখ করে থাকলাম, বীথি মোবাইল টিপাটিপি করতে লাগলো। ভদ্রলোক আমার ঠিক পাশে এসে বলল 'সালামু আলাইকুম ভাই'। আমি মনে মনে সেই রকম বিরক্ত যে ব্যাটা চেহারা দেখে কিভাবে ভেবে নিল যে আমি শিওর বাঙ্গালি। আমি উত্তর দিলাম... 'হ্যালো... আপ কাহাকে রেহনেকা হ্যয়'? বীথি ফিক করে হেসে উঠল তারপর মুখে লম্বা

ওড়না টেনে, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলো। আমি বিথীর দিকে মনোযোগ না দিয়ে, বাঙ্গালি ভাই এর সাথে কথা বলতে থাকলাম। বাঙ্গালি ভাই মনে হল যে আরও খুশি হল একজন ইন্ডিয়ান কে পেয়ে। উনি হিন্দি সিরিয়ালের বদৌলতেই হউক আর লিবারেশনের কারণেই হউক, ভালই কাজ চালানোর মত হিন্দি বলতে পারেন। আমি বানায় বানায় কথা বলতে হাঁপিয়ে উঠেছি কিন্তু ভদ্রলোক একটু পরপর পুরো উদ্দমে নতুন নতুন প্রশ্ন করছে। যেমন... সাউথ ইন্ডিয়ার জাতীয় খাবার কি? জাতীয় ফুল কী? সাউথ ইন্ডিয়ার কুটির শিল্প কি? ... এ রকম হাজারো প্রশ্ন। এক পর্যায়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী উনাকে বাংলায় বলেও ফেললো যে, তুমি থামো তো.. দেখছনা উনার স্ত্রী তোমার কথার জ্বালায় ঘুমাতে পারছে না, একটু পর পর কেঁপে উঠছে।

হোটেল থেকে জুরং পার্ক যেতে ৪০ মিনিট লাগে। অলরেডি প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যেই আমি উনাকে প্রায় কম করে হলেও সাউথ ইন্ডিয়ান রিলেটেড ১০০ এর বেশি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। তবে এই সফরে একটা জিনিষ বেশ ভাল লাগলো যে, যখন উনি বুঝল যে আমি বাংলাদেশের ব্যপারে খুব একটা জানি না। তখন উনি বাংলাদেশের ব্যপারে বানিয়ে বানিয়ে চাপা মারতে থাকলো। দেশকে উপরে উঠাতে কে না চায়? উনার চাপা গুলো শুনতে ভালই লাগছিলো। জি.ডি.পি. বাড়িয়ে বলা থেকে অনেক কিছুই সে বেশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলল। দেশের ব্যাপারে বাড়িয়ে বলা যায়.. এতে গুনাহ্ হয় না।

কিন্তু আমার সাউথ ইন্ডিয়া নিয়ে উনার আগ্রহ একটু পরপর যেন বেড়েই যাচ্ছিল। আমি সাউথ ইন্ডিয়া নিয়ে যতটুকু জানি, তার থেকে উনিই বেশী জানেন। যেমন- সুপারস্টার রজানিকান্ত এর যে ৩ টা এতিম খানা আছে সাউথ ইন্ডিয়া তে... ঐ ৩ টা সাউথ পার্টের কোন কোন প্রদেশে তার নাম জানতে চাইল। ওইদিকে আমার বউ উনার কথার জ্বালায় একটু পরপর ঘোমটা মুখে দিয়ে কেঁপেই যাচ্ছে। রজনীকান্তের এতিম খানার এড্রেস বলতে যাবো, এমন সময় পকেটে থাকা ফোন বেজে উঠলো। আমি মনে মনে বললাম, 'শুকুর আলহামদুল্লিাহ... মানীর মান আল্লাহ্ রাখে'... এই ফোন আজকে আমাকে বাচিয়ে দিলো। যতক্ষন না বাস গন্তব্যে পৌছে, ততক্ষন আর ফোন রাখবো না। পকেট থেকে ফোন বের করে হাতে নিয়ে দেখি যে, ঢাকা থেকে আব্বা কল দিয়েছে। এখন আমার এন্টি আওয়ামীলীগার আব্বার সাথে হিন্দিতে কথা বলা শুরু করে দিলে, উনি ওখান থেকেই আমাকে ফোনে ত্যাজ্য করে দিবেন। আর ফোনটা না ধরলে রজনীকান্ত সাহেবের এতিমখানার এড্রেস আমাকে বলতেই হবে। (গল্প শেষ....এই গল্পের কোনও দ্বিতীয় পর্ব নেই)

প্রফেশন VS সুরত

'প্রফেশনের' সাথে 'সুরতের মিল' কেনও জানি দিন দিন কমে যাচ্ছে! ছোটবেলায়, 'ডাকাত' শুনলে, চোখের সামনে ভেসে উঠত ইয়া বড় গোঁফ ওয়ালা, লাল চোখের কোনও আদমির চেহারা। কিন্তু আজকাল ডাকাত কি সেই আইকন ধরে রাখতে পেরেছে? ইদানিংকালের ডাকাতের সাইজ হল চায়নিজ রেস্টুরেন্টের দারোয়ান সাইজের; যারা টেম্পুর ভিতরে সাচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারবে; সাইজ দেখলেই হাসি পায়...এরা নাকি আবার শুনলাম ইদানিং শরীরে ভেসলিন মেখে, বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়েও চলে আসতে পারে।

-'ডাক্তার' শুনলে চোখের সামনে ভেসে উঠে সুন্দর, ভদ্র, শান্ত চেহারার একজন হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু আজকালের ডাক্তার দেখলে মনে হয় উনি নিজেই রোগী, কোনমতে ওরে কোলে করে এনে চেয়ারে বসানো হয়েছে... রোগী দেখা শেষ হলে, আবার কোলে করে বিছানায় শোয়ায়ে দেয়া হবে।

'কসাই' শুনলে মানে হয়...বুকে পশম ছাড়া, চওড়া বুকের পাষাণ চেহারার গম্ভীর কেউ হবেন। গত সপ্তাহে এসেছেন টিংটিঙে ফিগারের একজন। আমি ওকে দেখে বললাম, 'আপনার ফিগার দেখলে তো গরু খুশিতে হেসে ফেলবে হে'। উনি আমার কথা শুনে না বুঝেই নড়েনড়ে হাসতে থাকলেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস...হাসিটা উনার ছিল; কিন্তু নড়াচড়াটা, আমার রুমের এসি'র বাতাসের কারণে হয়েছিল!

আজকালের 'কবি'দের নিয়ে আর কি বলব! কবি মানেই যে চোখের সামনে নির্মলেন্দু গুন এর মত চেহারা ভেসে উঠত... আর আজকে? (আমার নেটওয়ার্কে যেহেতু অনেকেই ইদানিং কবিতা লেখে, তাই এই প্রসঙ্গ এখানেই থামিয়ে দেই)

ছোট বেলায় দেখতাম, এলাকার 'সন্ত্রাসী' মানে লম্বা চুল, জিন্সের প্যান্টের সাথে মোটা বেল্ট, পায়ে কেডস। কিন্তু আজকের সন্ত্রাসীদের সুরত দেখলে কষ্ট লাগে।

গত মাসে, ১৫ই আগষ্টের অনুষ্ঠান করার জন্য চাঁদা নিতে আসে একজন। কয়েকদিন থেকেই দেখা করার চান্স খুঁজছিলেন কিন্তু সময় দিতে পারছিলাম না। একদিন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে অফিসে এসে পড়লেন। আমাকে নিচ থেকে জানান হয় যে, কোন একটি কলেজের ছাত্রলীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সেক্রেটারী সাহেব আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। ভীত রিসিপ্সনিষ্ট আরও জানালেন, উনার সাথে ২/৩ টা মটরসাইকেল করে আরও ৪/৫ জন আছেন... উনার বডি গার্ড মনে হয়...।

আমি বললাম, শুধু উনাকে আসতে বলো আমার রুমে.... আর উনার বডি গার্ডদের আমাদের গার্ডরুমে বসায়ে রাখো।

একটু পরে, সাড়ে ৪ ফিটের এক বান্দা আমার রুমের কাঁচের দরজা অনেক কষ্টে ঠেলে ঠুলে প্রবেশ করলেন। আমি কাগজ থেকে মাথা তুলে বলালম, কই আপনার বস কই?

উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, আমি-ই বস...

ও আচ্ছা আচ্ছা...বসেন বসেন।

আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে উনি বসেছেন। সাইজ এতই ছোট যে, আমার মাঝে মাঝে উঁকি মেরে উনার সাথে কথা বলতে হচ্ছে। আই লেভেল ঠিক না থাকলে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। এখন, উনি ক্যাডার মানুষ, উনাকে তো আর বলা যায় না যে, আপনি দাড়িয়ে কথা বলেন প্লিজ।

আমি পিওনকে ডেকে বললাম, চেয়ারটা উচু করে দাও।

চেয়ার উচু করার পর দেখা গেল উনার চোখ আই লেভেল এসেছে... কিন্তু ওদিকে উনার পা চেয়ারে ঝুলছে..... এক পায়ের স্যান্ডেল আবার ঝুলতে ঝুলতে, টপ করে নিচে পরে গেলেন।

চাঁদাবাজির মত সেন্সেটিভ ইস্যু নিয়ে কথা তো আর হাসতে হাসতে করা যায় নাহ...!!

arif@a-r-i-f.net

প্রতি বছরেই আমরা দেশের কিছু সেরা ব্যাক্তিত্বদের 'সেরাত্ব' তুলে ধরি এবারও তার ব্যাতিক্রম নয়। দেখুন তাদের...তাদের সাথে পরিচিত হোউন...!

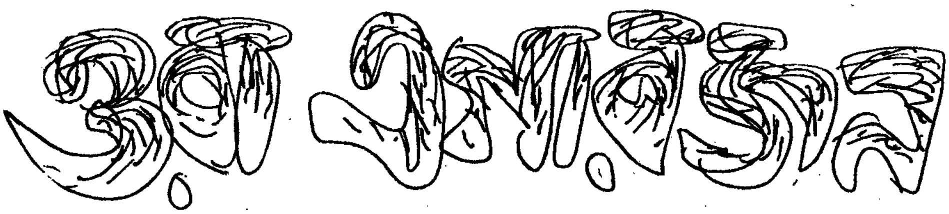

কার্টুন- মেহেদী হক

বছরের সেরা টক শো তারকা। ইনি তিনশো পয়ষট্টি দিনে চারশ পয়ষট্টি বার টকশোতে উপস্থিত হয়ে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি প্রতি শোতে একটি করে সুভ্যেনির মগ নিয়ে প্রতিটি চ্যানেলের মগের আকাল লাগিয়ে দিয়েছেন।

এই সেই রেডিও শ্রোতা যে ননস্টপ চব্বিশ ঘন্টা রেডিও শুনে দুই কানের এয়ার ড্রাম ফাটিয়ে এখন নাসিকার ঝিল্লি ড্রাম ব্যবহার করে এখনো নিয়মিত গান ও অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়মিত শুনে যাচ্ছেন...তাকে নিয়ে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞরা গোল টেবিল বৈঠক করছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ইনি বছরের সেরা এসএমএস সেন্ডার। প্রতিটি রেডিও শোতে শত শত এসএমএস পাঠিয়ে রেডিও জকিদের ব্রম্মতালু গরম করে দিয়েছেন। তার এসএমএসর ভয়ে অনেক আর জে এখন কোন না কোন মেন্টাল হসপিটালে আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছে বলে শোনা যায়।
এই সেই বয়োবৃদ্ধ, যিনি তিন-তিনবার লিফটে লক হয়ে গিয়ে এখন আর কখনো লিফট ব্যবহার করেন না। শত শত তলা পর্যন্ত হেটেই উঠেন... এবং আগামীতেও উঠবেন বলে জানিয়েছেন। মুসা ও মোহিতের সঙ্গে তার হিমালয়ে উঠার পরিকল্পনা আছে বলে শোনা যাচ্ছে।
এই সেই সীম কালেক্টর যার কাছে দেশের সব মোবাইলের সীম তিন তিরিক্ষে নয়টা করে আছে। এবং তিনি নাকি সব্জি সীম দিয়েও মোবাইলে কথা বলার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ইনি সেই প্রতিকি 'ড্রাইভার' এই বছরে বিরাট বিপদে আছেন! কখনো কালো বিড়াল ধরাতে গিয়ে, কখনো মালিকের সঙ্গে গুম হয়ে...তার ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরা বলে সবাই ধারণা করছে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী...!
এই সেই চিরন্তন কালো বিড়াল বস্তা মুখ খুলে মাঝে মাঝেই বের হলেও নিজের মুখ খুলে না। তার মুখের শেলাই নিয়ে এখন গবেষনা চলছে। কে শেলাই করেছে কেন করেছে ...ইত্যাদী নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও হয়েছে।
তবে তদন্তের ফাইলেরও মুখ শেলাই হয়ে আছে!
এই সেই লাগসই প্রযুক্তির বিজ্ঞানী যিনি মোটর রিক্সার প্রবক্তা। প্যাডেল রিক্সায় মোটর সংযোগ করে এখন ঢাকার গাড়ীওলাদের হিনমন্যতায় ফেলে দিয়েছেন। অনেক গাড়ীওলাই গাড়ী বেচে এই দ্রুত গতিশীল মোটর রিক্সা কেনার ধান্দা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

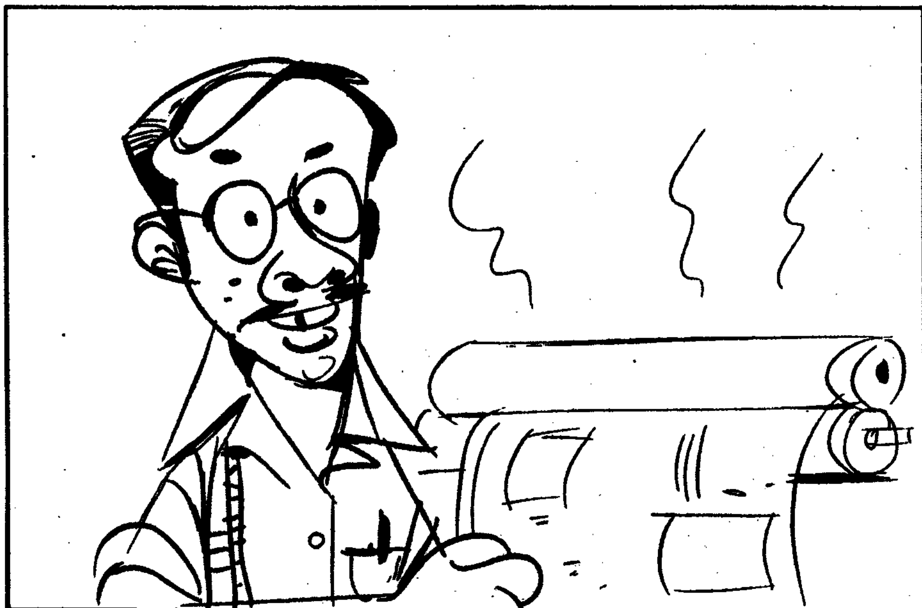

ইনি সেই শত শত দৈনিক পত্রিকার কোন একটির সম্পাদক প্রকাশক বিজ্ঞাপন না পেয়েও মেশিনের রোলার কামড়ে পত্রিকা বের করে চলেছেন...নিখিল বাংলাদেশ পুরান কাগজ ক্রেতা সংঘটন তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

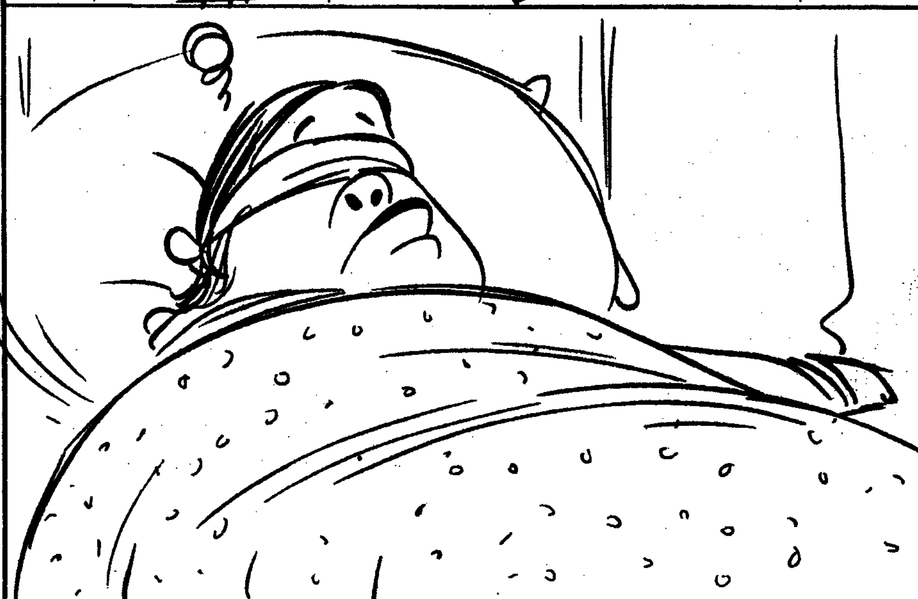

এই সেই হিন্দি সিরিয়ালের দর্শক। ননস্টপ হিন্দি সিরিয়াল দেখার জন্য তার দুই চোখের রেটিনায় জি টিভির মনোগ্রাম এর জল ছাপ দেখা যাচ্ছে! তাই স্থানীয় চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি সকল বাংলা চ্যানেলের সকল সিরিয়াল দর্শকদের কাছে দোয়া প্রার্থী।

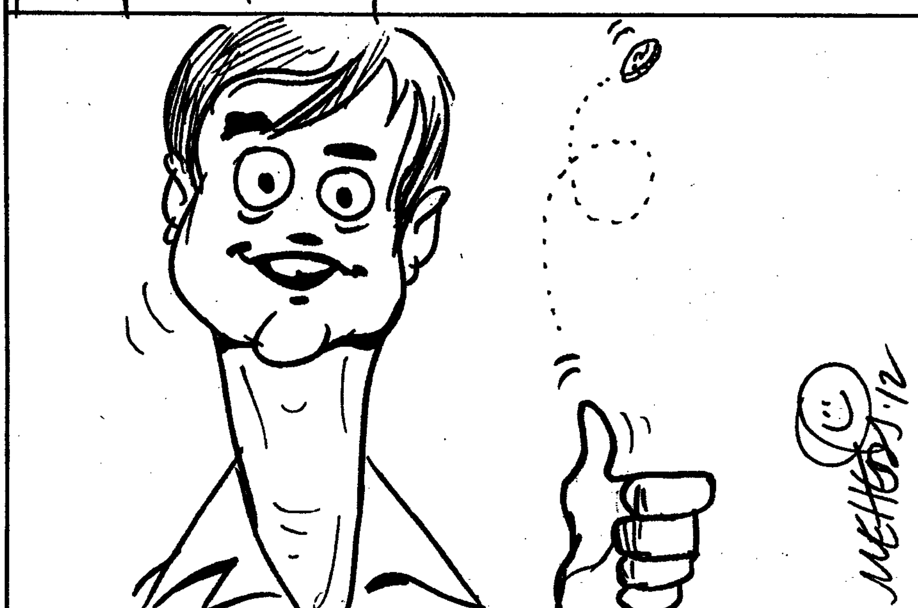

এই সেই বছরের সেরা উন্মাদ ক্রেতা, যিনি প্রতিটি উন্মাদ কেনার আগে একবার টস্ করেন কিনবেন কি কিনবেন না। এবং প্রতিবারই 'কিনবেন না' উঠে এবং এভাবে তিনি প্রচুর পয়সা সেভ করে এখন নিজেই একটি কার্টুন পত্রিকা বের করা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপনি দৈনন্দিন জীবনে কতটা সচেতন?

লেখা- নাফিস সবুর
কার্টুন- মের্শেদ মিশু

তিনি এতই আত্মসচেতন যে আত্মজীবনী ছাড়া কোন বই পড়ে না। (তারা পড়া বইগুলোর মধ্যে গোলাম আজমের আত্মজীবনী, লাদেনের আত্মজীবনী ইত্যাদী)
তিনি এতটাই রাজনীতি সচেতন যে গণতন্ত্রের নামে ফেসবুকে আইডি খুলে সবাইকে ট্যাগ করে বেড়ান।
তিনি এতটাই সমাজ সচেতন যে যেকোন অনুষ্ঠানে বিনা দাওয়াতেই চলে যান...
আপনারা দাওয়াত দেন নাই বলে কি আমার একটা দায়িত্ব নেই?
?

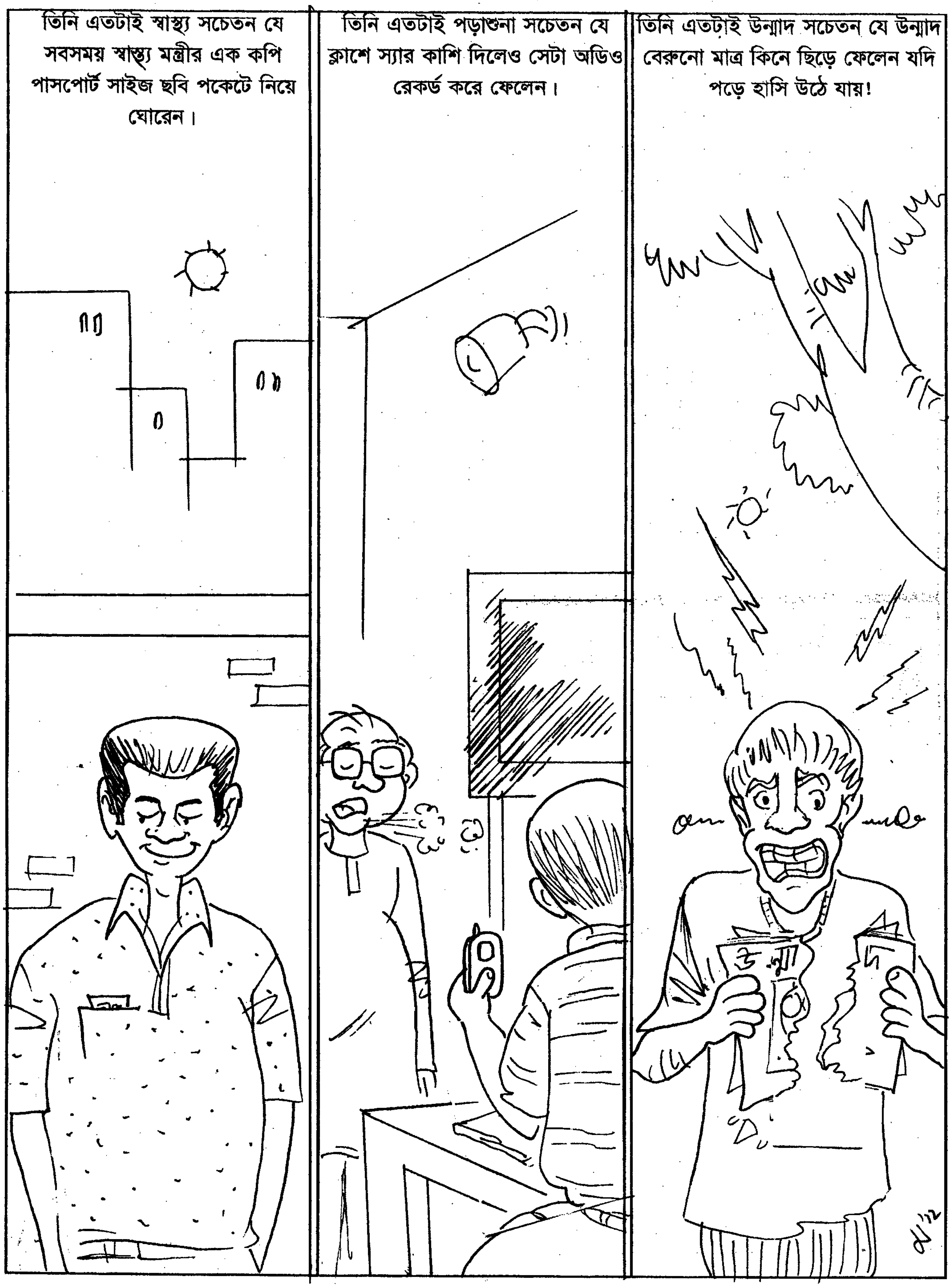
তিনি এতটাই স্বাস্থ্য সচেতন যে সবসময় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি পকেটে নিয়ে ঘোরেন।
তিনি এতটাই পড়াশুনা সচেতন যে ক্লাশে স্যার কাশি দিলেও সেটা অডিও রেকর্ড করে ফেলেন।
তিনি এতটাই উন্মাদ সচেতন যে উন্মাদ বেরুনো মাত্র কিনে ছিড়ে ফেলেন যদি পড়ে হাসি উঠে যায়!

জনপ্রিয় গানের কথাগুলো যে আমাদের জীবনের সাথে কিভাবে কিভাবে সিনক্রোনাইজ করে তাই নিয়ে এই ফিচার...
গান
লেখা- এসেম হেলাল
তুমি কি কেবলি ছবি? শুধু পটে লিখা?
তুমি এসেছিলে পর্শু... কাল কেন আসনি!
কাল কিভাবে আসব? কালতো সজলের সঙ্গে রেডিসনে...
ও নদীরে একটি কথা সুধাই তোমারে বল কোথায় তোমার দেশ...?
অ্যাকচুয়ালী ইউ নো...ইট ডিপেন্ডস অন ফারাক্কা এ্যান্ড টিপাই মুখ। একসময়তো বহু দেশিকই ছিলাম এখন মনে হচ্ছে সারে জাঁহাসে আচ্ছায় গিট্টু খেয়ে গেছি।

কি আশায় বাঁধি খেলাঘর, বেদনার বালুচরে...?
ঘাপলা হাইজং স্টেট
(প্লট বিক্রি চলছে)
আলাল কওওওওই?
দুলাল কওওওওওওওওই??
ওরাতো বস মোবাইল ফোনের স্যুটিং য়ে?
সেই তুমি কেন আজ এত অচেনা হলে?
বিবর্তনবাদ...
ORIGIN
SPECIES
চাকরীটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো?
হু যে চাকরী পাইছ...উন্মাদের প্রুফ রিডার!! তোমার খবর আছে!

ক্যারিকেচারের কথা -১

মেহেদী হক

Caricature is rough truth.
George Meredith

১প্যালিওলিথিক যুগের গুহাচিত্র। মানুষ ও পশুদের ক্যারিকেচার্ড ফর্ম লক্ষণীয়

ক্যারিকেচার এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। প্রতিশব্দ হিসেবে যেটা ব্যবহার করা হয় তা হল 'ব্যংগচিত্র'। সমস্যা হল কার্টুনের বাংলা হিসেবেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোন কিছুর প্রতিশব্দ কোন ভাষায় না পাওয়া গেলে বুঝে নিতে হবে সেই জিনিষ ওই ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত না। ক্যারিকেচারের ক্ষেত্রে কথাটা হয়ত পুরোপুরি ঠিক না। উল্লেখযোগ্য না হলেও বাংলাদেশে ক্যারিকেচার হয়নি বলাটা ভুল হবে। আমরা এই লেখার শেষের দিকে সে প্রসঙ্গে যাব। তার আগে একটা কাজ চলবার মত ক্যারিকেচারের ইতিহাস ভিত্তিক খটোমটো কয়েক লাইন লিখে ফেলা যাক। এবং যেহেতু এই লেখাটি একটি সিরিয়াস টাইপ লেখা তাই অতি অবশ্যই আমরা এর ভিতরে কিছু ভারি ভারি ব্যপার ঢোকানোর চেষ্টা করব, যেমন কোন ল্যাটিন শব্দের কোন অংশ থেকে ক্যারিকেচার নামটি এসেছে, এবং ষোড়শ বা সতেরো শতকের কোন শহরের কার হাতে এর উদ্ভব-ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর আগে ক্যারিকেচার কী বস্তু তা নিজেদের মত করে একটু বুঝে নেয়া যাক। আমাদের এই সময়ে ক্যারিকেচার বলতে সাধারণতঃ কোন মানুষের অতিরঞ্জিত (Exxaggerated) পোর্ট্রেইটকেই বোঝায়। যদিও ব্যপক অর্থে ধরলে আমরা বলতে পারি সেটা যে কোন কিছুর অতিরঞ্জনই হতে পারে, এমন কি জড় বস্তুকে নিয়েও ক্যারিকেচার করা সম্ভব। সোজা ভাষায় কেরিকেচার আসলে ফর্ম (আকার) এর অতিরঞ্জন। আর এ ক্ষেত্রে মাস্টার ক্যারিকেচারিস্টরা বারবারই আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে সেটা অতিরঞ্জনই, বিকৃত (Distortion) করা না। অর্থাৎ কোন কিছুকে এমন ভাবে টানাটানি করে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে সেটা একেবারে রিয়েলিস্টিক কিছুও না থাকে আবার তাকে যেন সেই অবস্থাতে চেনাও যায়। চেনা যাওয়াটা এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমন ভাবে কোন কিছুকে উল্টেপাল্টে দেয়া হল যে মূল ব্যপারটাই বোঝা গেল না তাহলে সেটা আর যাই হোক ক্যারিকেচার না। এবার কথা হল মানুষ কবে থেকে এই জিনিসটা শুরু করল? এবং সেটা কেন? এর দরকারটাই বা কী?আসলে আমরা যদি ক্যারিকেচারের ওপরের সংজ্ঞাটা মেনে নেই তাহলে বলতে হবে ক্যারিকেচারের ইতিহাস প্রায় মানুষের ইতিহাসের সমান বয়সী! কারণ গুহাচিত্রে আমরা যা দেখি তা আর যাই হোক কোনভাবেই রিয়েলিস্টিক ফটোফিনিশড ছবি না। মানুষ তাদের শিকার করার ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে আঁকত। মানুষ আর পশুগুলির ফিগারের ফর্ম আসল ফিগারের অতিরঞ্জন। অর্থাৎ ক্যারিকেচার। মানে কি না এই ছবিগুলিতে মানুষের অবয়ব হুবহু না এঁকে তার 'ভাব' (Essence) টা ধরার চেষ্টা করেছে। মজার ব্যপার হল বর্তমানের আধুনিক চিত্রকলাও কিন্তু সেই একই দিকে যাচ্ছে। আধুনিক চিত্রকলায় ফর্মের সরলীকরণ (Simplification) আর ভাবের অতিরঞ্জন (Exaggeration) এই দুইদিকে জোর দিয়েই নিত্যনতুন গবেষণা চলছে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা কার্টুন-ক্যারিচারকে আদিম আর আধুনিকের একটা দারুণ ককটেল বলে চালিয়ে দিতে পারি। কারণ কার্টুন-ক্যারিচার এই দুইটা ব্যপারের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সবচেয়ে জটিল ফর্মটাকে সবচেয়ে সহজে এঁকে ভেতরের ভাবটায় রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করাটাই আসল মুন্সীয়ানা। (এবারে ইতিহাসফাঁস অংশে প্রবেশ করা যাক)

বারোক যুগ ও আনিবেল কারাচচি

চিত্রকলার ইতিহাসে ষোড়শ শতকের দিকে মধ্য ইউরোপে একটি নতুন ধারা দেখা যায়। ধারাটির নাম 'বারোক' (Baroque). বারোক পেইন্টারদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো তারা রোমান্টিক ঘরানা থেকে সরে এসে প্রকৃতির রূঢ় বাস্তবের কথা বলতে শুরু করেন। যেমন কোন একটা অসাধারণ নৈসর্গিক পেইন্টিং এর কোণা দিয়ে একটা মড়ার খুলি এঁকে দিলেন, মানে হল এই জীবন সুন্দর তা মানি, কিন্তু ভুলে যেও না একদিন মরতে হবে। কিঞ্চিত ধর্মীয় ভাব ঘেঁশা বারোক যুগের পেইন্টাররা তাঁদের পেইন্টিংগুলি যাতে মানুষ দেখেই তার মেসেজটা চট করে বুঝে ফেলে সেভাবে আঁকতেন, আর তাঁরা পেইন্টিং এর মূল ভাবটাকে 'ধতিরঞ্জিত' (exaggerated) করে আঁকতেন। এই বারোক যুগ নিয়ে এত কিছু বলার কারণ হল আমাদের ক্যারিকেচার বস্তুটার প্রাতিষ্ঠানিক জন্ম হয় একজন বারোক পেইন্টারের হাতে, তাঁর নাম আনিবেল কারাচচি (Annibale Caracci)। এই ইতালিয়ান পেইন্টার সর্বপ্রথম ক্যারিকেচার করা শুরু করেন বলে ধরা হয়। ক্যারিকেচারের ইতিহাসে কারাচচির সাথে চিত্রকলার ইতিহাসের আরো দুইজনের নাম উল্লেখ করা হয় একজন স্বয়ং কারাচচির ভাই আগস্তিনো কারাচচি (Agostino carracci), আরেকজন মহা প্রতিভাধর বার্নিনি (Gianlorenzo Bernini) । বার্নিনি তিন চার টানে মানুষের ক্যারিকেচার করে ফেলতে পারতেন। পাপাসির যুগে এই কারণে তাঁর বেশ কদরও ছিল। প্রথমদিকে ক্যারিকেচার এই ইটালি আর ফ্রান্সের একটা নির্দিষ্ট মহলের শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যে আটকা থাকলেও অচিরেই গোটা ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় এই নতুন অদ্ভুত আর মজাদার মাধ্যমটির জনপ্রিয় হতে বেশী সময় লাগছে না। মজার ব্যপার হল কারাচচি ভ্রাতৃদ্বয় বা বার্নিনির অনেক আগেই

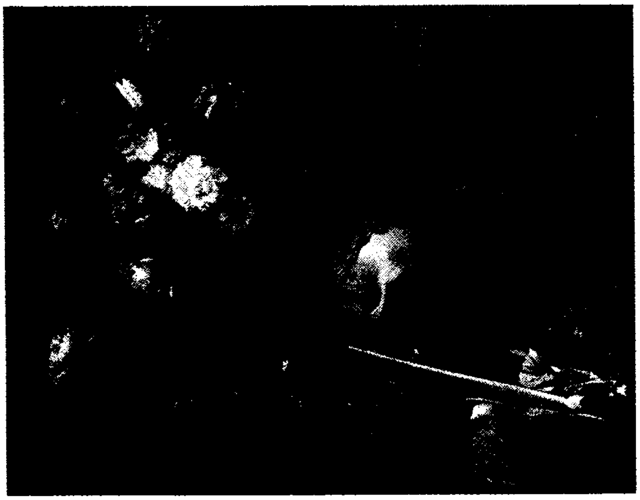

আরেক বারোক যুগের শিল্পী এড্রিয়ান আট্রেখট এর আঁকা
'পুষ্প ও করোটি' Still Life with Bouquet
and Skull– (Adriaen van Utrecht)

আনিবেল কারাচচির আঁকা ক্যারিকেচার

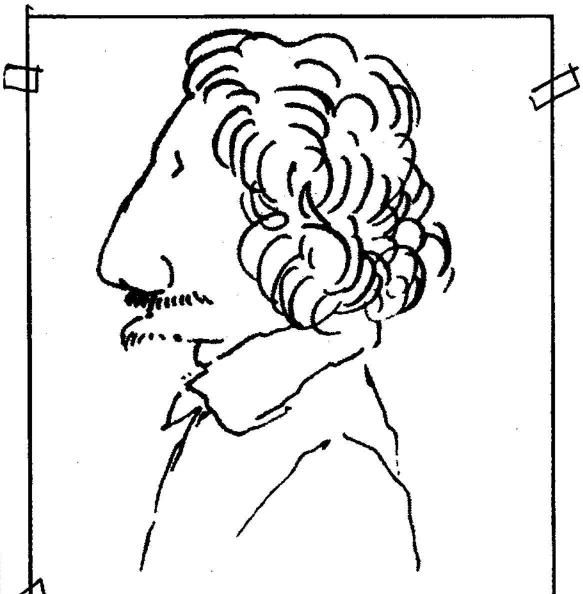

বার্নিনির আঁকা নিজের ক্যারিকেচার .

আগস্তিনো কারাচচির ক্যারিকেচার

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির করা ক্যারিকেচার স্টাডি

দ্যা বেঞ্চ, উইলিয়াম হোগার্থ।

প্লাম্বপুডিং, জেমস গিলারি

মিগুয়েল কোভারুবিয়াস আঁকা ক্যারিকেচার

অনর্হ্যে দোমিয়ে'র আঁকা ক্যারিকেচার

জর্জ ক্র্যুকশ্যাংক এর আঁকা রাজা চতুর্থ জর্জ

দ্য আম্ব্রেলা, জর্জ ক্র্যুকশ্যাংক

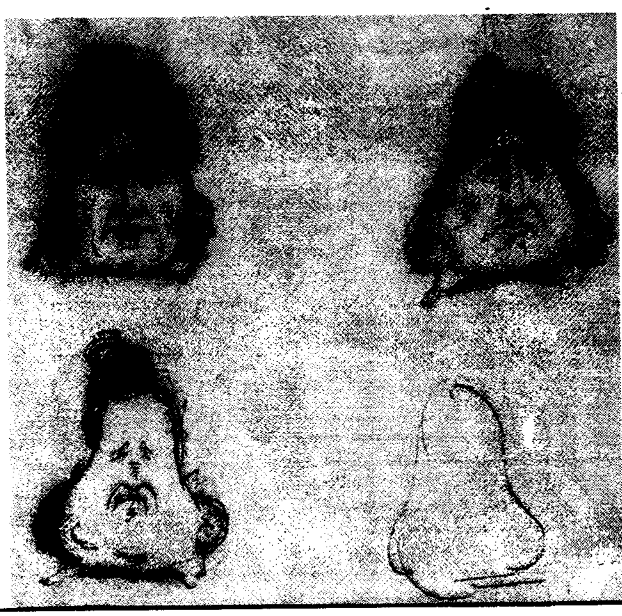

নাশপাতির মত করে আঁকা রাজা প্রথম লুই ফিলিপ

নিজের ক্যারিকেচার, থমাস নাস্ট

মোনালিসার আর্টিস্ট লিওনার্দো দ্যা ভিনচি ক্যারিকেচার শুরু করেছিলেন (এই লোক আসলে কিছুই ছাড়েননি)! মানুষের চেহারার আসল 'ভাব' কিভাবে অতিরঞ্জিত করে আঁকা যায় তা নিয়ে বেশ কিছু স্টাডি তিনি করে গেছেন। এমনকি মানুষের হাসি কিভাবে আঁকা যায় (সে সময় কথায় কথায় স্মাইলি এঁকে ফেলাটা সহজ ছিলো না) সেটা দেখতে তিনি মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত দিয়ে তাদের কৌতুক শোনাতেন- উদ্দেশ্য, হাসি স্টাডি। আবার ইটালির পম্পেই নগরীতে তারো আগের কিছু গ্রাফিতি (দেয়ালচিত্র) ক্যারিকেচার পাওয়া যায়। অর্থাৎ কারাচচি পর্বের আরো আগে থেকেই ক্যারিকেচারের চল ছিল। সে যাই হোক, কারাচচি পর্বের পর পর যাঁর নাম না বললেই না তিনি বৃটিশ দিকপাল আঁকিয়ে উইলিয়াম হোগার্থ । উইলিয়াম হোগার্থ কে একই সাথে পশ্চিমা সিকোয়েনশিয়াল আর্ট- বা কমিক্স এর জনক বলেও ধরা হয়। উইলিয়াম হোগার্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তিনি এই ধরনের ড্রয়িং অর্থাৎ কার্টুন ক্যারিকেচার বা কমিক বুক ঘরানার ড্রয়িং কে সামাজিক রাজনৈতিক স্যাটায়ার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। এর আগেও যে সেটা হত সেটা আমরা জানি। কিন্তু এ বিষয়ে হোগার্থ ছিলেন সবিশেষ। হোগার্থের পর পরই যার নাম বলতে হয় তিনি জর্জ ক্রুকশ্যাংক (George Cruikshank). এই বৃটিশ ক্যারিকেচারিস্টকে মডার্ন যুগের হোগার্থ বলেও ডাকা হত। ক্রুকশ্যাংক তাঁর ক্যারিকেচারগুলি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একেবারে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতেন। আঠারো শতকে এসে বৃটেনে মারি ড্যারিল আর জেমস গিলারির হাত ধরে ক্যারিকেচার আরো প্রসারিত হয়। আর সে সময় ফরাসী শিল্পী অনর্হে দোমিয়ে (Honoré Daumier) এসে ক্যারিকেচারের সংজ্ঞাই যেন পালটে দেন। ফর্মের এমন ভাংচুর তিনি করে দেখালেন যা এর আগে ক্যারিকেচারিস্টরা ভাবতেও সাহস করেননি। ক্যারিকেচারের ইতিহাস লিখতে গেলে ফ্রান্স এর এই দোমিয়েরদের যুগটাকেই প্রধান বলে মানতে অবে আর ক্যারিকেচারের এই 'ফরাসী বিপ্লবের' পুরোধা হিসেবে যাঁর নাম বলা হয় তিনি ফরাসী আঁকিয়ে কাম ক্যারিকেচারিস্ট শ্যার্ল ফিলিপঁ (Charles Philipon)| তিনি লা কারিকাতুরা (La Caricature) নামে একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ারিকাল ম্যাগাজিনই বের করেন। এবং সে সময়ের অনেক নাম করা ক্যারিকেচারিস্ট (একটু আগে বলা দোমিয়ের সহ) এই ম্যাগাজিনে কাজ করতেন। রাজতন্ত্রের ওই যুগে তিনি রাজা প্রথম লুই ফিলিপ (Louis Philippe I) এর ক্যারিকেচার করেন। যাতে দেখা যায় রাজার মুখটা আস্তে আস্তে একটা নাশপাতি হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্স এ এর মানে হল মাথামোটা। ব্যস সাথে সাথে আদালতের সমন এসে হাজির তৎক্ষণাত গ্রেফতার হন এই ক্যারিকেচারিস্ট। ক্যারিকেচারের ইতিহাসের সাথে এই ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের একটা বিরাট যোগাযোগ আছে বলে ধরা হয়। এ সময় প্রচুর প্রতিভাবান শিল্পী রাজতন্ত্রের খামখেয়ালীপনায় পড়ে বেকার হয়ে যান। সেই ক্ষোভ একে একে রাজনৈতিক ক্যারিকেচারকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ক্যারিকেচারের মূল বক্তব্য ছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক। সবকিছু পালটে গেল এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ক্যারিকেচার

উনিশ শতকে এসে খবরের কাগজে ক্যারিকেচার প্রকাশের হিড়িক পড়লো। আর এবারে সেটা শুধু রাজনৈতিক স্যাটায়ার নিয়েই বসে থাকলো না তার সাথে প্রকাশ পেতে থাকলো বিভিন্ন সেলিব্রেটিদের মজাদার সব ক্যারিকেচার-ও। যদিও তার মধ্যে রাজনৈতিক সেলিব্রেটিরাই প্রাধান্য পেতেন। আর বলাই বাহুল্য যে সেইসব সেলিব্রেটিরা সেসব দেখে সবাই মজা পেতেন না। তাই ঝামেলা এড়াতে ক্যারিকেচারিস্টরা বেশিরভাগ সময়েই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর ক্যারিকেচার যেন প্রিন্ট মিডিয়ার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন এমনকি ফটোগ্রাফের চাইতেও ক্যারিকেচারের চাহিদা অনেক বেড়ে গেল। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রীতিমত ক্যারিকেচার বিপ্লব ঘটে গেল। সে সময়টাকে ক্যারিকেচারের রেনেসাঁ যুগ বললেও ভুল বলা হবে না। সে সময়ে আল হির্শফিল্ড, মিগুয়েল কোভারুবিয়াস এর মত ক্যারিকেচার শিল্পীরা দেখালেন ক্যারিকেচার মানেই শুধু কারো চেহারা ভয়ানক করে আঁকা না, ক্যারিকেচার এমন রঙ্গীন ও কুশলীভাবে করা যায় যাতে যার ক্যারিকেচার করা হল তিনি নিজেও ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারেন। অর্থাৎ ক্যারিকেচার তখন তার নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরেও ছড়িয়ে গেল। বিভিন্ন ফ্যাশন ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে একজন ক্যারিকেচারিস্ট তখন লাগবেই। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে সে সময় ফাইন আর্টস থেকে পাশ করেননি এমন ক্যারিকেচারিস্ট ছিলো না বললেই চলে। মানে রীতিমতন আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা আঁকিবুকির ব্যকরণ জানেওয়ালারাই তখন এই কাজটা করতেন। কারণ একজন ক্যারিকেচারিস্ট কে অবশ্যই প্রথমে একজন ভালো পোর্ট্রেইট আর্টিস্ট হতে হবে, আগে জানা তারপর সেটা ভাঙ্গা। সে যাই হোক হির্শফিল্ড, কোভারুবিয়াস ছাড়াও সেই সময়ের এমন দিকপাল ক'জন আঁকিয়ের মধ্যে আরো ছিলেন জন্মসূত্র জার্মান-আমেরিকান কার্টুনিস্ট থমাস নাস্ট (Thomas Nast) স্যার ম্যাক্স বিরবঅম (Sir Max Beerbohm) ইত্যাদি। ক্যারিকেচারের আধুনিক যুগ শুরুর আগে পর্যন্ত এসে আমরা একটা দম নিতে পারি।

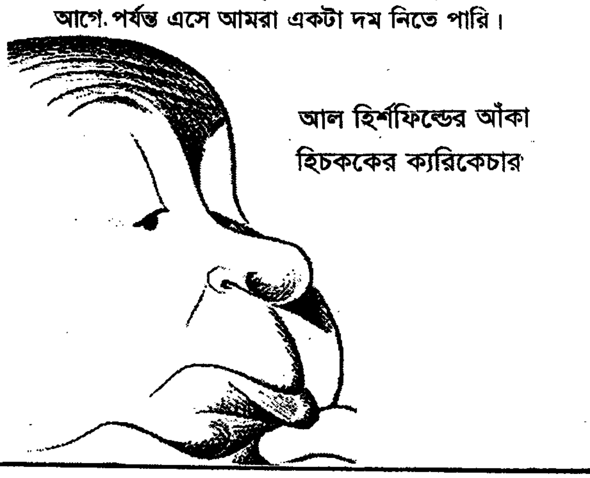

আল হির্শফিল্ডের আঁকা
হিচককের ক্যারিকেচার

স্যার ম্যাক্স বিরবঅম

আগে আর এখন এই বিষয় নিয়ে উন্মাদে বহুবার বহু ফিচার হয়েছে আবারও হতে দোষ কি? নতুন ভাবে নতুন আঙ্গিকে...দেখুন উপভোগ করুন!

আগে এখন

কার্টুন- শাহরীয়ার শরীফ

আগে...

আগে ব্যাডমিন্টনের রেকেট নিয়ে বের হলে বোঝা যেত শীত আসছে সেই সঙ্গে ব্যাডমিন্টনের সিজনও চলে আসছে...

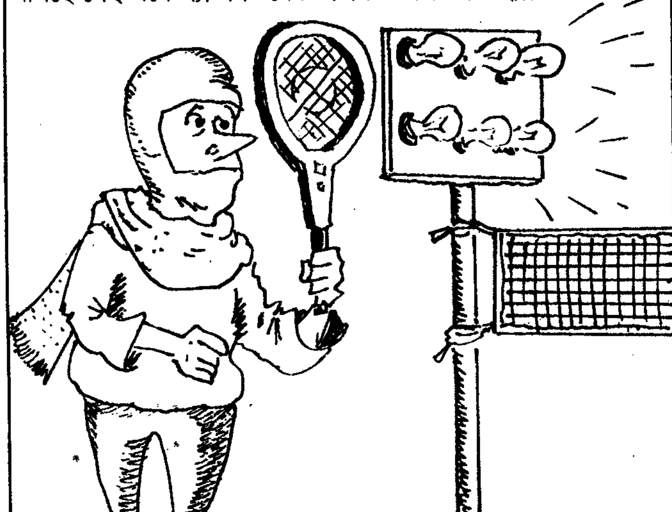

এখন...

এখন রেকেট নিয়ে বের হলে বোঝা যায় মশা আসছে...!সেই সাথে আসছে ডেঙ্গ, ম্যালেরিয়া...

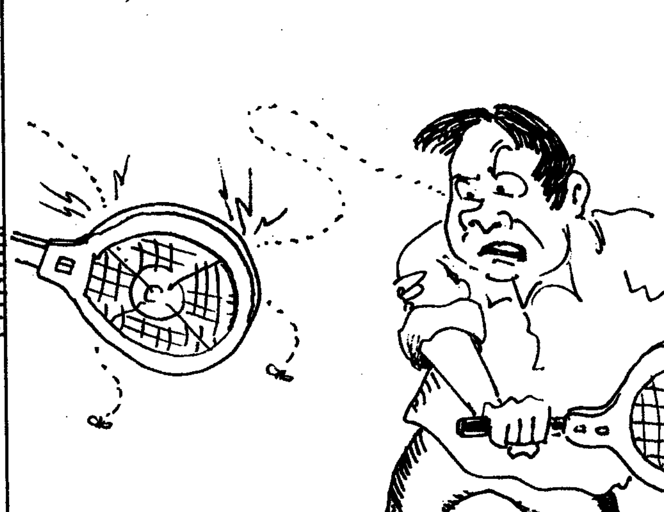

আগে হকি স্টিক নিয়ে বের হলে বোঝা যেত সামনে হকি টুর্নামেন্ট চলে আসছে...

এখন হকি স্টিক নিয়ে বের হলে বুঝতে হবে সরকারপার্টি বিরোধী দলকে সাইজ করতে আসছে...

আগে... এখন...

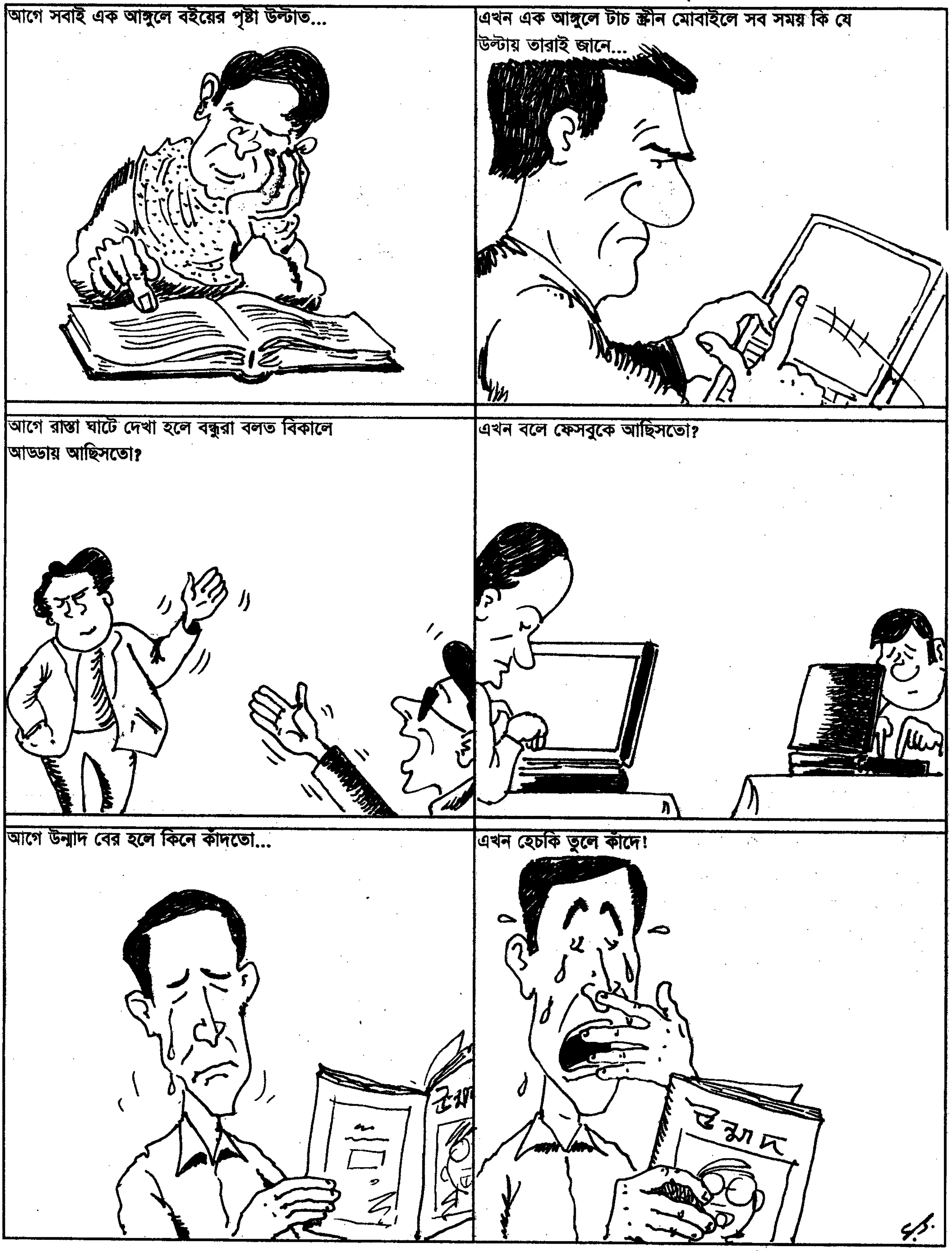
আগে সবাই এক আঙ্গুলে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাত...
এখন এক আঙ্গুলে টাচ স্ক্রীন মোবাইলে সব সময় কি যে উল্টায় তারাই জানে...
আগে রাস্তা ঘাটে দেখা হলে বন্ধুরা বলত বিকালে আড্ডায় আছিসতো?
এখন বলে ফেসবুকে আছিসতো?
আগে উন্মাদ বের হলে কিনে কাঁদতো...
এখন হেচকি তুলে কাঁদে!
উন্মাদ

দেশে এখন সব ফল -সব্জিতেই নানান ক্যামিকেলস দেয়া হয়। এর থেকে পরিত্রান পাওয়ার উপায় কি? একটাই উপায় উন্মাদীয় জেনেটিকস্... ফল আর সব্জির মদ্যে শংকর করে নতুন 'সব্জিফল' হতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই অতি উচ্চমার্গীয় জেনেটিক প্রজেক্ট!

জেনেটিক প্রজেক্ট!

গবেষনা- সাজ্জাদ কবীর

লেবু + তরমুজ = লেবুজ

লেবুর সঙ্গে তরমুজের জেনেটিকস সংযোগ ঘটালে তরমুজে লেবুর ফ্লেভার পাওয়া যাবে। আর তরমুজের সাইজ একটু ছোট হওয়ার ফলে দামও সহনীয় হবে। পাবলিক সহজে কিনতে পারবে।

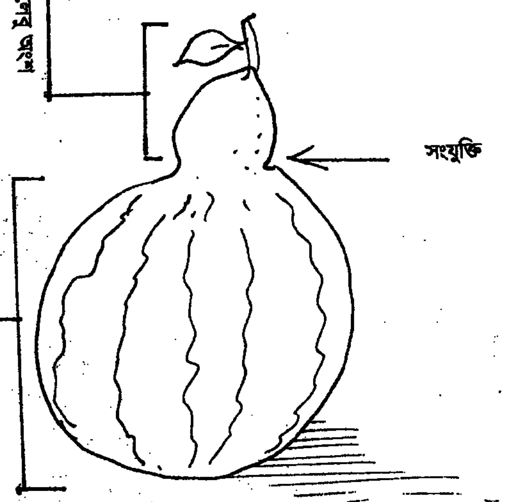

আঙ্গুর + নাসপাতি = আসপাতি

আঙ্গুরের সাথে নাসপাতির শংকর ঘটালে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা ফল পাওয়া যায়। এই ফল বাড়ির সৌন্দর্য রক্ষার্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। পুষ্টিতো আছেই।

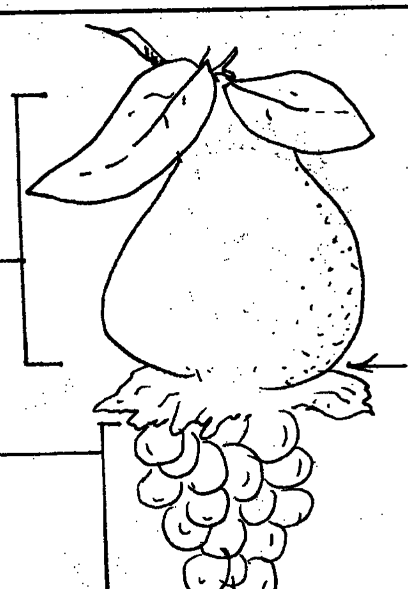

ধনেপাতা + তেতুল = ধনেতুল

ধনেপাতা আর তেতুল এক সঙ্গে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ধনেতুল খুবই উপকারী কারণ এটা কিনে এনে শীল-পাটায় বাটলেই আচার রেডি। বাজার থেকে আর আচার কিনতে হবে না।

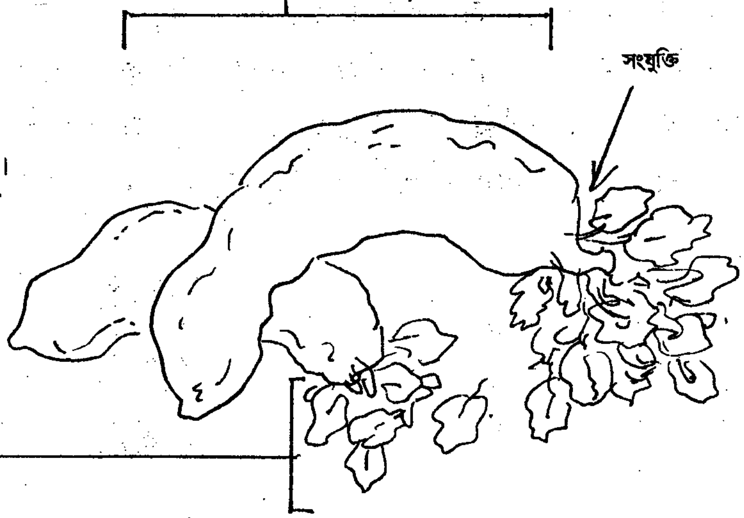

আনারস + গাজর = আনাজর

আনারস আর গাজর থেকে আনাজর হচ্ছে অন্যতম সব্জিফল। কারণ গাজরের পুষ্টি আর আনারসের তুষ্টি মিলে আপনার গুষ্টি হবে স্বাস্থ্যবান এক সুখী পরিবার।

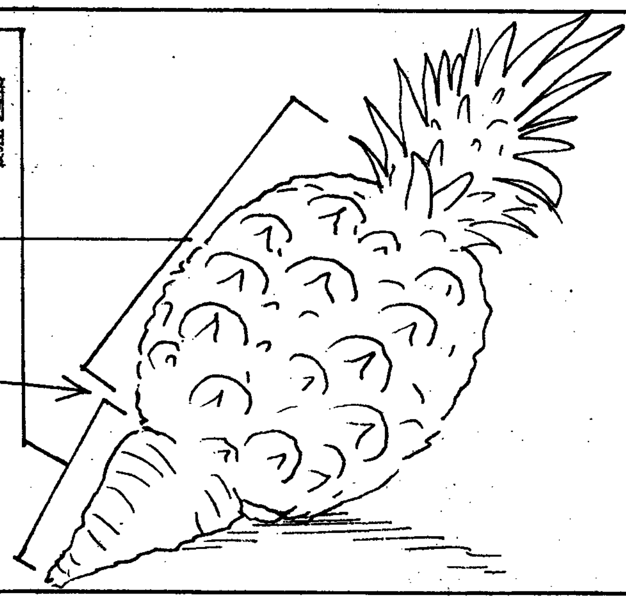

কড়ল্লা + আপেল = কড়ল্লাপেল

কড়ল্লার তিতা ভাব দূর করতে এর সঙ্গে আপেল এর সংমিশ্রন ঘটানো যেতে পারে। এতে করে আপেলের পুষ্টি আর কড়ল্লার পুষ্টিগুন আপনার শরীরকে গড়ে তুলবে তেমন একটা ফিগার!

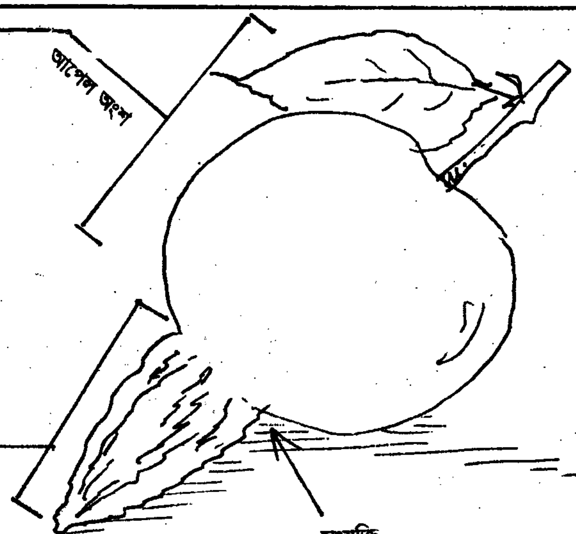

অনেক ধরনের কাব্যইতো হল। এবার যান-বাহন নিয়ে কাব্য। ট্রাক, বাস , সিএনজি, রিকশা ও কারও এখন রোমান্টিক কবির বিষয়বস্তুতে পরিনত হয়েছে। পূর্নিমার চাঁদ এখন আসলেই ঝলসানো রুটি...বরং চলুন গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে এ যুগের কবির কাব্য!

ট্রাক-কাব্য

বিশাল গায়ের শক্তি দিয়েই
আমার সকল বড়াই
হর্ন বাজিয়ে সামনে পিছের
পথিক-গাড়ি সরাই!
'সমগ্র' এই দেশকে গুজি
৫ টনেরই মাঝে
'পথের রাজা' উপাধিটা
শুধুই আমায় সাজে!

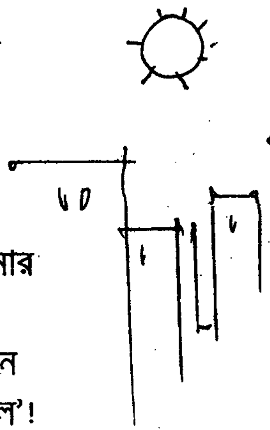

বাস-কাব্য

হরেক রকম ধরণ আমার
এসি, সিটিং, লোকাল
ফার্মগেট আর গুলিস্তানে
আমরা আসল 'ভোকাল'!
খুব ভয়ানক দাপট আমার
নাম, দাম আর কামে
হুংকারেতে দিই পাঠিয়ে
সব 'প্লাস্টিক' বামে!

সিএনজি-কাব্য

যাত্রী সে হোক যে জাতিরই
ফরেন কিংবা দেশি
সবাইকে দিই একটা ম্যাসেজ
'মিটার থেকে বেশি'!
ভাবেন যারা 'ডাকাত' আমায়
শুনুন তবে ভাই
বেবি-ট্যাক্সির মতন আমার
বায়ুদুষণ নাই!

রিকশা-কাব্য/রিশকা-কাব্য

গ্রাম কিংবা শহর পথে
আছি যে সবদিক
গায়ে আমার পেশিটা কম
কিন্তু রোমান্টিক!
প্যাডেল দিয়েই ঘামটা মাথার
নিজের পায়ে ঢালি
একটা ডাকেই মনটা জুড়ায়
'যাইবা নাকি খালি?'

কার-কাব্য

সকল যানের মাঝে আমি
সবচেয়ে আলিশান
শীতাতপে ঠান্ডা আমি
সঙ্গে এফএম-গান!
রাজপথেতে নেমেই বলি
সবাই দূরে ভাগ
তুলে নেবো চামড়া পিঠের
লাগলে গায়ে দাগ!

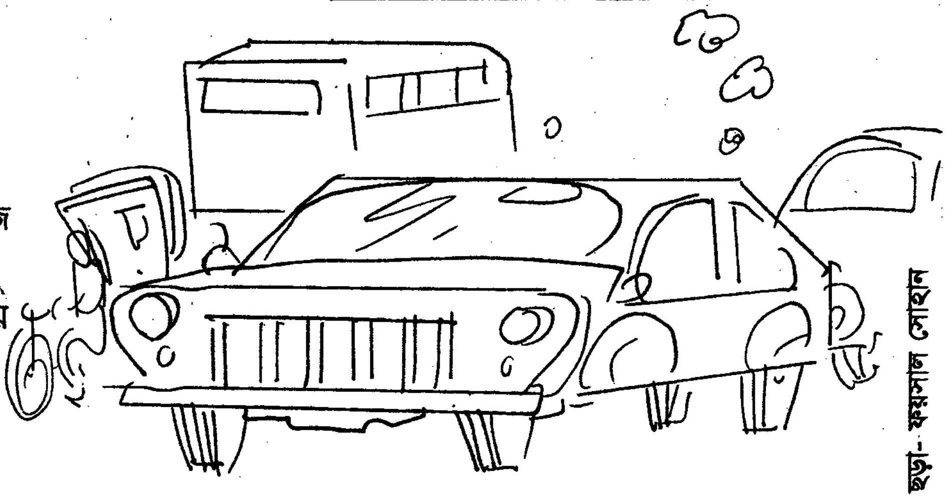

ছড়া- ফয়সাল সোহান

মগজ ধোলাই

সাজ্জাদ কবীর

আমাদের গ্রামের দিকে "মাছাল" বলে পাখিটাকে। চিল গোত্রের, পুকুর-দীঘি থেকে ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরে খায়। এই খাওয়ার অভ্যাসের কারণেই তার নাম হয়েছে মাছাল। যাই হোক আমি অবশ্য পাখির কথা বলতে বসিনি। বলছিলাম বাজারে মাছ কিনতে যায় যারা, তাদের কথা।

তেমন একজন বেঞ্জামিন। বেঞ্জামিনের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ। তার বাবা মি. আলফ্রেড চাকরি করেছেন সারা দেশ ঘুরে ঘুরে। সেই সূত্রে বেঞ্জামিনও ঘুরে বেড়িয়েছে নানা জায়গায়। যখন সে হাই স্কুলের প্রায় শেষ ধাপে তখন তার বাবা থিতু হয় ঢাকায়। কিন্তু ঢাকায় এসেই বেঞ্জামিনের কপাল পোড়ে। যতদিন ঢাকার বাইরে ছিল তখন বাজার-সদাই কোন বিষয় ছিল না। বাবার অফিসের লোকজনই বাজার করে দিয়ে যেত। কিন্তু ঢাকার অফিসে কে কাকে পাত্তা দেয়। বাজারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে বেঞ্জামিনের। আর দুর্ভোগের শুরু সেখানেই। পদ্মা পাড়ের মানুষ তারা, মাছ ছাড়া একবেলা চলে না তাদের। এদিকে বেঞ্জামিন মাছ যা কিনে আনে তার সাথে বোনাস হিসাবে এক ঝাঁক মাছি পিছন পিছন এসে হাজির হয় বাসায়। তার মা তো রেগে আগুন, 'তুই কি গাধা নাকি! মাছ চিনিস না!'

বেঞ্জামিন তো অবাক, 'কেন সমস্যা কোথায়?'

'আরে পুরো পচা মাছ নিয়ে এসেছিস।'

'বাইরে থেকে বুঝবো কিভাবে পচা!'

মা রাগে গনগন করতে করতে বলে, 'আরে যে মাছে ভন ভন করে মাছি উড়ছে তা যে পচা সে তো একটা শিশুও বুঝবে।'

বেঞ্জামিনের সম্যক জ্ঞান লাভ হলো। এরপর থেকে সে মাছের ওপর মাছি উড়তে দেখলে সাবধান হয়ে যায়। কোন কোন মাছওয়ালা অনবরত মাছের ওপর পানির ছিটে দিতে থাকে। অনেক সময় বেঞ্জামিন তাদের হাত নাড়াচাড়া করতে মানা করে একটু অপেক্ষায় থাকে। মাছি আসে কিনা সেটা দেখার জন্য। মাছওয়ালা হয়তো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বিষয় কী ভাই?'

সে উত্তর দেয়, 'দেখছি মাছ পচা কিনা। তাহলে মাছি এসে বসবে।'

মাছওয়ালা হাসতে হাসতে বলে, 'আপনের মাথাডা গেছে ভাইজান। মরা মাছ হইলে না পচা না ভালো দেখবেন। এইড়া তো জ্যাতা মাছ।'

বেঞ্জামিন লজ্জা পেয়ে বলে, 'ওহ্ ভুল হয়ে গেছে ভাই। প্রতিদিন মাছের জন্য এমন বকা খাই যে মাথা আসলেই ঠিক থাকে না।'

এর পর অবশ্য সে মরা মাছ দেখলেই কেবল মাছির পরীক্ষা চালাতো। কিন্তু সে অভ্যেস চালু হতে হতে পার হয়ে গেছে অনেকগুলো দিন।

ততদিনে বেঞ্জামিন মায়ের ছড়ির তলা থেকে স্ত্রীর তর্জনির নিচে আত্মসমর্পন করেছে। রোজ সকালে উঠেই ছুটতে হয় বাজারে। এমনকি ছুটির দিনও একটু আলসেমি করার উপায় নেই। বিছানা থেকেই সে শুনতে পায় স্ত্রীর গলা, 'কাজের লোক চলে যাওয়ার পর বাজার এলে কিন্তু ওভাবেই পড়ে থাকবে।'

বেঞ্জামিন উঠতে উঠতে একটু মশকরা করে, 'তাহলে তো পেটে থর বাঁধতে হবে।'

স্ত্রী অবশ্য মোটেও রসিকতার ধার দিয়ে যায় না, 'পাথর বাঁধবো কেন! হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসবে।'

সে আর স্ত্রীর সাথে কথা চালাবার সাহস খুঁজে পায় না। ব্যাগ হাতে গুটি গুটি পায়ে বাজারের দিকে চলে যায়।

যাই হোক নরম গরম কথা-বার্তায় দিন তাদের চলেই যাচ্ছিলো। বাজার নিয়ে নৈমিত্তিক অভিযোগ থাকেই, 'এই বেগুন আর কয়দিন খাওয়াবে?'

বেঞ্জামিন বলে, 'বাজারে তো যাও না বুঝবে কি ভাবে! ঐ বেগুন ছাড়া আর পাওয়াই বা যায় কী?'

মুখ ঝামটা দিয়ে স্ত্রী বলে, 'কেন কালই তো আমার মায়ের বাড়ি গিয়ে দেখলাম কত রকমের তরকারী রেঁধেছে। বড় ভাই তো ঠিকই বাজারে গেলে অনেক রকমের তরকারী নিয়ে আসে।'

বেঞ্জামিন শ্বশুরবাড়ির পারদর্শিতা নিয়ে কখনোই কোন তর্ক করে না। যা কিছু বয়ান হয় মাথা পেতে সত্যি বলে মেনে নেয়।

মাছের ব্যাপারে অবশ্য সেই পুরানো দোষ আর কেউ দিতে পারবে না। তার স্ত্রীও বলতে পারে না পচা মাছ এনেছে। তবে কিনা সংসারে ফাঁদে ফেলার কত কিছুই না থাকে। কোন দিন হয়তো ছোট মাছ নিয়ে এসেছে সে। স্ত্রী ব্যাগ থেকে বের করতে করতে গজ গজ চালতে থাকে, 'এই ছোট মাছ কাজের লোককে দিয়ে তো কাটানো যাবে না। সব ময়লা রয়ে যাবে তাহলে। এখন এই সব আমাকেই করতে হবে।'

স্ত্রীর এসব কথা তার গা সওয়া, কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে না। তা ছাড়া ছোট মাছ না এনে বড় মাছ আনলেও শুনতে হয়, 'এত বড় মাছ কখন কাটি, কাজের লোককে দিলে তো উল্টোপাল্টা করে রেখে দেবে।'

যা হোক তাও ভালো যে বেঞ্জামিন আর আগের মত পচা মাছ কেনে না। তাহলে স্ত্রী গজ গজ না করে একেবারে গর্জন করে উঠতো। কিন্তু কপালের শনি তো সহজেই যায় না। প্রতি সপ্তাহে না হোক কিছু লোকের মাঝে মাঝেই এসে হাজির হয়। ইদানিং পত্রিকা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে সবাই জেনে গেছে মাছ তাজা রাখার জন্য ফরমালিন দেওয়া হয়। এই নিয়ে তুমুল আলোচনা বিভিন্ন চিনি ছাড়া চায়ের আড্ডায় (কারণ ডায়বেটিসও একটা জনপ্রিয় আলোচনা বটে।) চলছে ইদানিং। তারপরও যা হয় আরকি আলোচনা বেয়ে সেটা মাথায় ঢুকতে বেশ সময় লেগে যায়। সবাই শিউরে উঠছে কিন্তু আবার বাজার থেকে মাছ কিনে খাচ্ছেও। সমস্যাটা বেধে গেলো যেদিন বেঞ্জামিন বাজার থেকে টেংরা মাছ কিনে আনলো। বেশ ডিমওয়ালা বিঘৎ সাইজের টেংরা। যথারীতি স্ত্রী গজরাতে থাকে এই কাঁটাওয়ালা মাছ এখন কাজের লোককে কুটতে দিলে মেজাজ খারাপ করে কাল হয়তো আসবেই না। তারপর নিজেই আবার বাজারের থলে উপুড় করে মাছ ঢেলে বসে যায় কাটাকাটি করতে। সেদিন বিকালে মাছের থলেটা গুছিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে তার ভিতরে কি যেন। মুখের ভিতর ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখে একটা টেংরা মাছ। মনে হয় ঠিক মত ঝাড়েনি বলে রয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সেটা বের করে আনে স্ত্রী। কী আশ্চর্য সেটা তখনো তাজা, একটুও নরম হয়নি। বিষয়টা বুঝতে একটুও সময় লাগে না। এ কেবল সম্ভব হয়েছে ফরমালিনের কারণে। ব্যাস বেঞ্জামিনের ঘুম হারাম করে দিলো স্ত্রী, 'তুমি কি আমাদের ফরমালিন খাইয়ে মারতে চাও নাকি?'

সে অবাক,'আরে আমি কি জেনেশুনে এনেছি নাকি?'

'কেন পেপারে প্রতিদিন লিখছে দেখ না!'

'সে তো তুমিও দেখছো, আগে তো কিছু বলোনি।'

'বলিনি বলে তুমি এরকম বিষ খাইয়ে যাবে!'

বেঞ্জামিন দেখলো তর্ক করে লাভ নাই। তাই পুরোপুরি দোষ স্বীকার করে বলে, 'তাহলে কাল থেকে আর মাছ আনবো না।'

'আরে মাছ না আনলে হবে কি করে?'

'তাহলে করবো কী?'

ঠিক হলো এখন থেকে যে মাছে মাছি বসবে সেই মাছ আনতে হবে। কারণ ফরমালিন দেওয়া থাকলে মাছে মাছি বসে না। বেঞ্জামিন এবারে বোকা সেজে যায়। ভালো মাছ কেনার জন্য যে মাছি ত্যাগ করেছিল সেই মাছিই আবার বহাল হলো। কিন্তু তা না হয় হলো পুরানো বিপদ যে আবার নতুন করে চাপলো ঘাড়ে। মাছি বসলে এখন বুঝবে কিভাবে সেটা ভালো না পচা। আর যা ভেবেছিল তাই হলো, মাঝে মাঝেই পচা মাছ ভাগে পড়ে। বাসায় এসে তুমুল ঝড়ের মুখে পড়তে হয়। আগের মৃদু অসন্তোষ এখন প্রবল প্রতিবাদ মুখর।

এই সব অশান্তি দূর করতে বেঞ্জামিন এক নতুন পদক্ষেপ নেয়। ছিপ নিয়ে সোজা চলে যায় গ্রামের বাড়ি। ঘন্টা দেড়েকের পথ,

গেলো। নতুন বানান রীতিতে "ি" আর "ী" এ নতুন করে প্যাঁচ লেগে গেছে। কোথায় যেন পড়লাম এরকম ঘন ঘন বানান বদলানোর রেকর্ড কোথাও দেখা যায় না। ইংরেজি ভাষা বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হয়। তারা তাদের নিজেদের মত অনেক কিছু অদল-বদল করেছে। কিন্তু বৃটেনে আজও প্রায় আগের রীতিই মানা হয় বানানের ক্ষেত্রে।

আমি তো আর ভাষা সম্বন্ধে অত জ্ঞান রাখি না। ওটা ভাষা বিজ্ঞানীরা জানেন বানান পরিবর্তনের জন্য কত সময় নেওয়া উচিৎ। তবে একটা জিনিস জানি আমাদের দেশে সব কিছুই খুব দ্রুত পাল্টে যায়। যেমন আজ যেটাকে যে নামে ডাকছি কাল সেটার নাম দিব্যি পাল্টে গেলো। আজ যেখানে জলাশয় কাল সেখানে বিশাল ভবন। আবার আজ যে এক দলে কাল দেখা গেলো অন্য দলে গিয়ে আগের দলকে নির্বিচারে গালাগাল দিচ্ছে। অতএব এই অদল-বদলের দেশে সব কিছুই মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে। এমনকি আমাদের আদর্শও।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে আরামে চলে যাওয়া যায়। নিজের পুকুরে ছিপ নিয়ে বসে যায়, "নো ফর্মালিন, নো পচা" শুধু একটু ধৈর্য্য ধরত হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ির সুতো ধরে বসে থাকতেন আর আমাদের বেঞ্জামিন ছিপের সুতো ধরে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। এরকম উল্টে গিয়ে পাল্টে যেতে আমাদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না।

"প্যারালাল ওয়ার্ল্ড"এর মত এটার একটা প্যারালাল গল্প আছে। আমি তখন সদ্য লেখাপড়া শিখছি। বাংলা লিখতে গেলে বানান ভুলতো হতোই হামেশা। আর সে জন্য শাস্তি পেতেও দেরি হতো না। বাংলা অন্য কোন সমস্যা না, "ি" আর "ী" তে মাঝেই মাঝেই আমার গোলমাল লেগে যেত। বহু কষ্টে হয়তো ঠিক করে নিতাম কোন্‌টা "ি" আর "ী"। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হতো না। শাস্তি আমাকে তিনি দেবেনই। সে জন্য শিক্ষক বেশ কৌশলের আশ্রয় নিতেন বানান ভুল করানোর জন্য। যেমন একদিন বললেন 'বল দেখি "নিরালা" বানান কী?'

একটু চিন্তা করে বানানটা বললাম। তিনি আবার বলেন 'এবারে বল দেখি, "নিরাময়" বানান কী?'

আবার বললাম ঠিক-ঠাক। এরপরই জিজ্ঞেস করলেন, 'বল এবারে "নীরব" বানান কী?'

তখন কি আর জানতাম তিনি ঠেলে ঠেলে আমাকে কুয়ার ধারে নিয়ে গেছেন। শেষ প্রশ্নটা করেছেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন বলে। আমি আগের "ি" কারের আশকারায় বলে দিলাম, 'ওতো সহজ, "নিরব"।'

ব্যাস সাথে সাথে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও। শুধু তাই না আরও শাস্তির বিধান তিনি ঘোষণা দিয়ে দিতেন সাথে সাথে। সেগুলোর বর্ণনা আর নাই বা দিলাম।

যাই হোক এই ভাবে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে, নানা রকমের শাস্তি ভোগ করে বছর কয়েক আগে "ি" আর "ী" এর বিভ্রম কাটিয়ে উঠেছি। তার মধ্যে হঠাৎ বাংলা একাডেমির এক ঘোষণায় সব ধূলিসাৎ হয়ে

এই যে নিজেকে পাল্টে ফেলা। বা ডিগবাজি দিয়ে নিজের আদর্শকে উল্টে-পাল্টে ফেলা এর একটা যুক্তি দেয়া যায়। যুক্তি দেওয়ার কারণ আমিও তো এদেশেরই মানুষ। আমাদের মনোজগতের পরিবর্তন হওয়ার পিছনে বস্তু জগতের একটা বিশাল প্রভাব আছে। এই তো সেদিন একজন আরেক জনকে জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছেন?'

উত্তরে অন্যজন জানালেন, 'মুরগি ভাত খেয়ে কোন মতে কেটে যাচ্ছে।'

প্রথম ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মতে কাটলে মুরগি জুটছে কিভাবে?'

'কি করি ভাই, "ডাল-ভাত" বলতে পারছি না, কারণ ডালের কেজি মুরগির চেয়ে বেশি।'

সেলুকাস...

ছড়াকার অনিক খানের এসএমএস কাব্য প্রদর্শনী

আল নাহিয়ান

- দোস্ত, ডাইরেক্ট ঢাকা আর্ট সেন্টারে চইলা আয়
- ঠিকানাটা বল
- মুক্তমঞ্চের পাশেই। রোড নাম্বার ৭/এ।
- কোন এরিয়ায় রে?
- ধানমন্ডি
- আচ্ছা, ধানমন্ডিটা কই সেইটা আগে ক।
- ব্যাটা, ধানমন্ডি তো বারাক ওবামাও চিনে। আর তুই চিনোস না!

কুষ্টিয়া-ঢাকা হাইওয়েতে থাকা কোন এক বন্ধুকে এমনভাবেই নিমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিলো। যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেটা করা হচ্ছিলো তা একটু পরেই বলা হবে। তার আগে আরেকটু আগে থেকে বলি। কয়েক বছর আগের এক চাঁদরাতে আমার মোবাইলে একটা এসএমএস আসে, 'ভালোবেসে রুমাল দিলি সঙ্গে যেন থুই, সর্দি হলেই হয় অনুভব এইতো আছিস তুই।' এসএমএসটা দিয়েছিলো এক শুভাকাঙ্খী (অবশ্যই নারী গোত্রীয়)। যদিও কখনই তাকে আমার রুমাল উপহার দেয়া হয়নি। তার কল্পনা শক্তির তারিফ করে রিপ্লাই দিলাম- 'আমার নিজের জন্যই আমি কোনদিন রুমাল কিনি নাই বোন। অন্যের জন্য কিনা তো দূরের কথা। সর্দি হইলে ট্যাবলেট খাই। বাই দ্য ওয়ে, কবিতাটা কি আপনার লেখা?' রিপ্লাই এলো-'অবশ্যই। এমন কবিতা আমি রেগুলারই লিখি।' পরে বুঝেছিলাম, উনি রেগুলার লেখেন ঠিকই তবে সেটা কবিতা নয়- ক্লাসের এ্যাসাইনমেন্ট। আরো পুলকিত হলাম যখন দেখলাম একই কবিতা অনিক খান এর 'এসএমএস কাব্য' বইটিতে। তৎক্ষণাৎ কল করলাম সেই শুভাকাঙ্খিকে
- আরে আপনের কবিতা তো আরেক কবি মাইরা দিসে! তার বইয়ে পড়লাম মাত্র!
- আমি ব্যস্ত আছি। একটু পরে কথা বলছি

উত্তর এলো মোবাইলের অন্যপ্রান্ত থেকে। তিনি অবশ্য আর কখনোই কথা বলেননি। কেন বলেননি সেটা বুঝতেও বেশি সময় লাগলো না আমার। কারণ, অনিক খানের ছড়াটি সেই ঘটনারও বহু আগে লেখা। এবং এই ধরণের আরো অনেক লেখাই অন্যের মালিকানায় দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছে মোবাইলে মোবাইলে। এই ব্যাপারে স্বয়ং লেখকও নির্বিকার। ওনার ভাষ্য- 'অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ার জন্যই।'

এমন প্রায় অর্ধশত এসএমএস কাব্য নিয়েই ঢাকা আর্ট সেন্টারে হয়ে গেলো ভিন্নধর্মী এক প্রদর্শনী।

-শীতকাল উৎসবের সময়। তাই বলে কবিতা নিয়ে উৎসব, কবিতা নিয়ে প্রদর্শনী!! এটা কিছু হলো! বলছিলেন এক 'বোদ্ধা'। তাঁকেই আবার 'যোদ্ধা'র মতো প্রাণবন্ত হয়ে ছুটতে দেখা গেলো হলরুমের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে তারপরের দিন।

-নাহ, লেখাগুলো ভালো। যৌবনের কথা মনে করিয়ে দিলো। লেখককে একটা ব্রাভো দিয়ে দিও তো।

তার মুখ থেকেই বেরিয়ে এলো ভিন্নতার সুর। মূলত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এসএমএস ভিত্তিক যোগাযোগের ব্যাপারটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। প্রতিটি এসএমএসের সীমা সাধারণত একশ ষাট বর্ণ এর মধ্যে। এই সীমার মধ্যেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, ভালোবাসা ভিত্তিক নানা অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। কবিতার মাধ্যমে তা প্রকাশের ব্যাপারটি বাংলাদেশে প্রথম চালু করেন উন্মাদ এর নির্বাহী সম্পাদক ও তরুণ ছড়াকার অনিক খান। পেলে-ম্যারাডোনা, আবাহনী-মোহামেডান, কারিনা-ক্যাটরিনা, রিপাবলিকান-ডেমোক্রেট; শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এদের মধ্যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব থাকলেও এই ব্যাপারটি দ্বন্দ্বহীন যে অনিক খানই এসএমএস কাব্যের প্রবর্তক। গত ২২ থেকে ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এসএমএস কাব্য প্রদর্শনী তে সবকিছুর প্যাটার্নই ছিলো ভিন্ন। ছিলো না কোন টাইটেল স্পন্সর। কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শুরু হয় প্রদর্শনী। ছিলো না প্রেস রিলিজের ব্যবস্থা। শুধুমাত্র ফেসবুক আর ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণে প্রদর্শনী জমজমাট ছিলো পুরো সাতদিনই। স্বপ্রণোদিত হয়ে যারা আসছিলেন তাদের অনেকের মধ্যেই ছিলো একরাশ বিস্ময়

-ও মাই গড! দেয়ালে অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং এর বদলে ছড়া ঝুলছে! ওয়াও, প্রত্যেকটা ছড়ার নিচে আবার সেটা লেখার ইতিহাসও লেখা হয়েছে। কি কিউট!

ভলান্টিয়ার এগিয়ে গিয়ে তার ভুল ভেঙে দিচ্ছেন-

-সরি আপু। প্রতিটার নয়। কিছু কিছুর। সবগুলোর 'পেছনের গল্প' এখনো ছাপা হয়নি।

'পেছনের গল্প' ছাপা না হওয়ার ব্যাপারে লেখককে জিজ্ঞেস করা হলে তার অকপট স্বীকারোক্তি

-সত্যি কাহিনী লিখছি বলেই দেরী হচ্ছে। তবে সবগুলোর 'পেছনের গল্প'ই আসবে। অতি শীঘ্রই।

শেষ পর্যন্ত এসেছিলো কিনা জানা যায়নি! প্রদর্শনী চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনীতে আসেন দেশখ্যাত বরেণ্য ব্যক্তিগণ। উন্মাদ এর সম্পাদক ও জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব উপস্থিত হলে সবার মধ্যেই আলোড়ন দেখা যায়। তিনিও অভিভূত হন এই 'আইডিয়া'তে। এসেছিলেন রোমেন রায়হান, জগলুল হায়দার, সৈয়দ ইকবাল, ইশতিয়াক আহমেদ, ইকবাল খন্দকার এর মতো দাপুটে সাহিত্য তারকারা। প্রদর্শনীর তৃতীয়দিন আসেন জনপ্রিয় অভিনেতা সুমন পাটওয়ারি। বিশালকায় শারীরিক সৌষ্ঠবের অধিকারী এই অভিনেতার দিকেই পুরো সময়টা তাকিয়ে থাকেন উপস্থিত সবাই। এ সময় দর্শনার্থীদের কাব্য-পাঠে সাময়িক ভাটা পড়ায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে 'আপ্যায়ন' করাতে হলরুমের বাইরে নিয়ে যান। কণ্ঠশিল্পী এলিটা করিমের মুগ্ধতায় আশেপাশের অনেকেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন (!) অভিনেত্রী স্বাগতা তো নেপালের ত্রিভূবন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল এয়ারপোর্টে নেমে সরাসরি ঢাকা আর্ট সেন্টারে চলে আসেন। আসেন জনপ্রিয় ফান ম্যাগাজিন রস+আলোর বিভাগীয় সম্পাদক সিমু নাসের। প্রদর্শনীতে কেউই 'অতিথি' ছিলেন না। সবাই-ই ছিলেন পাঠক। আর সাধারণ পাঠকরাই ছিলেন এটির মূল আকর্ষণ। তবে সবাই রীতিমতো মুগ্ধ ওয়াটার ফিল্টারে অ্যাকুরিয়ামের ব্যবস্থা দেখে। অনেকে পিপাসা মিটিয়েছেন সেই ফিল্টারের পানি পান করে,

-এক্সকিউজ মি ভাইয়া। আপনি যে পানিটা খেয়েছেন সেটা আসলে অ্যাকুরিয়ামের পানি। খেয়াল করে দেখুন, ওটার মধ্যে গোল্ড ফিশ সাঁতার কাটছে।

ভলান্টিয়ারদের এমন সহায়তাপরায়ন কণ্ঠ শুনে ভুল ভাঙে অনেকেরই। 'কিছুই হয়নি' এমন একটা ভাব নিয়ে যথা দ্রুত সম্ভব হলত্যাগ করার আগে অনেকেরই ছিলো এমন ভাষ্য,

-সেটা পানি খাবার আগে বললে ভালো হতো না! আজব।

এছাড়াও ফিল্টারের ওপরের ভাগে পানি জমা করার বদলে 'বিজনেস কার্ড' জমা করার বিষয়টি অনেক কৌতূহলীর ভ্রুকেই কুঁচকে যেতে সাহায্য করেছে। কমেন্ট বুকের কমেন্টগুলো পড়লে কাব্য প্রদর্শনীর অভিনবত্বের বিষয়ে দারুণ একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। শীঘ্রই কক্সবাজার ও সিলেটে এসএমএস কাব্য প্রদর্শনী হওয়ার কথা। সেখানে উপস্থিত পাঠক/দর্শকদের দারুণ সব কমেন্ট ও ঢাকার প্রদর্শনীর মজার মজার কমেন্টগুলো নিয়ে একটা বই করা হলে 'হেব্বি' হবে বলেও ভাই-ব্রাদার ও ভলান্টিয়ারদের মুখে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে গুঞ্জনটির আপাতত কোন ভিত্তি নেই।।

বাংলাদেশ কার্টুন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটা শর্ট 'কার্টুন-কমিকস-ক্যারিকেচার কোর্স হয়েছিল হোটেল সেভেন হিলে। সেখানে কমিকস পার্টে (শিক্ষক আহসান হাবীব) একটি কমন জোকসকে কিভাবে কমিকসের গ্রাফিক্সে ফেলা যায় বা কে কিভাবে ফেলবে... তা নিয়ে আলেঅচনা হয়েছিল। এই ওয়ার্কশপে আরাফাতের আকা কমিকসটি এখানে ছাপা হল। প্রায় পনেরজন কার্টুনিস্ট এই ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করে।

কার্টুন- আরাফাত

সমুদ্র ভ্রমণে একদিন

কারণ এসব আমার দেশে অনেক আছে।
ঝপাং!!
আমি আমার ল্যাপটপটা ফেলে দিলাম এসবও আমার দেশে অনেক আছে।
হুম আমাকেও কিছু একটা করেতে হবে।
(ফিস ফিস) শোন আমাদেরও কিছু একটা না ফেললে দেশের ইজ্জত থাকে না... শোন মন দিয়ে আমি কি বলি... (ফিস ফিস) বুজছিস?
বুজছি
চল ওদিকে

এরকম ভাই- ব্রাদার আমার দেশেও অনেক আছে...
একি করলে? তোমার ভাইকে ফেলে দিলে??
তুমি নিষ্ঠুর...
তুমি পাগল...
ঘাটে ফিরে এসেছে জাহাজ।
আমরা গেলাম
যাও আমার একটু দেরী হবে।
ঐ যে আসছে...
এসেছিস?
?
!
হু...এই যে ল্যাপটপ আর ভদকার বোতল!
শাবাশ! বাঘের বাচ্চ
শ্যাষ!

কোলাজটুন

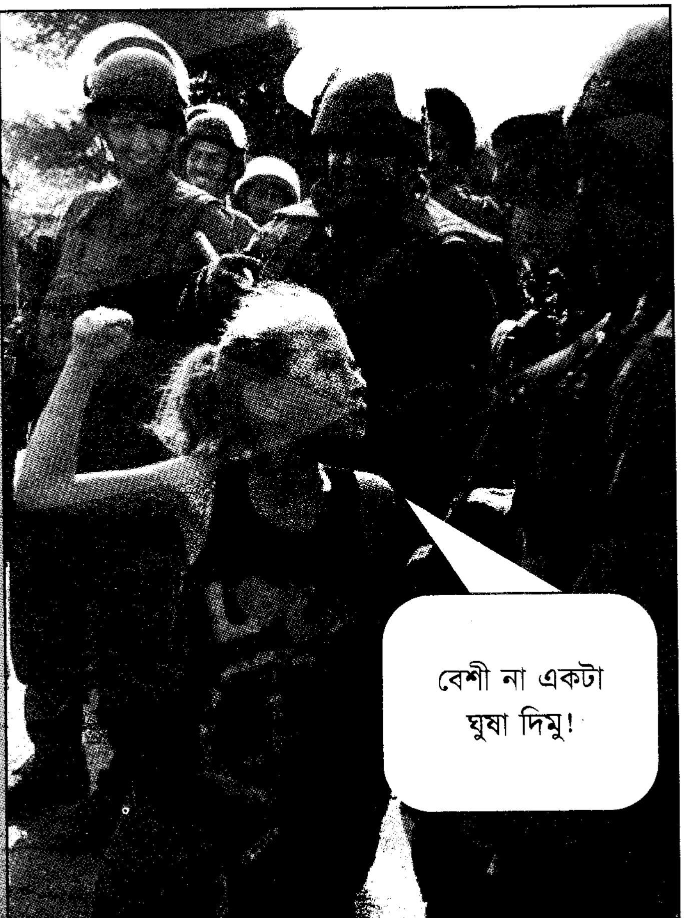

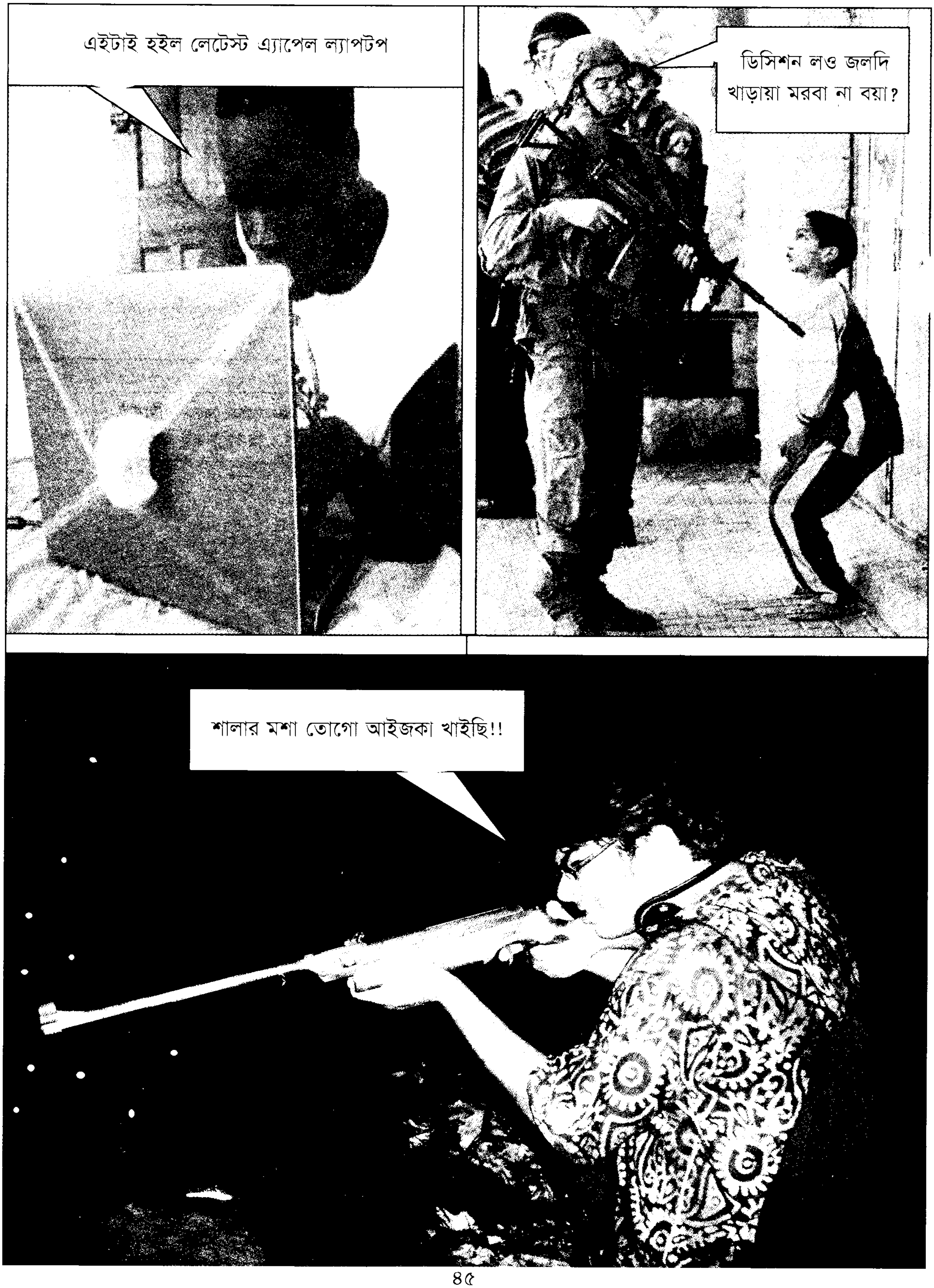
এইটাই হইল লেটেস্ট এ্যাপেল ল্যাপটপ
ডিসিশন লও জলদি খাড়ায়া মরবা না বয়া?
শালার মশা তোগো আইজকা খাইছি!!

একদিন/ কার্টুন- মোর্শেদ মিশু

বছরের শেষ জোকস

এক পরিচালক গেছে মরুভূমিতে একটা সিনেমার স্যুটিং-এ তারা যখন স্যুটিং করছিল সেখানে এক স্থানীয় বৃদ্ধ এসে দেখছিল তাদের স্যুটিং এক সময় সে বলল ' কাল বৃষ্টি হবে '
স্থানীয় বৃদ্ধের কথায় গুরুত্ব দিল না পরিচালক। ওরা পরদিন স্যুটিং করতে এসে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে পড়ল। এবং সুটিং বাদ হয়ে গেল । এরপর সেই বৃদ্ধকে আবার দেখা গেল সে বলল ' কাল ঝড় হবে' সেদিনও তার কথা মত ঝড় হল। তখন পরিচালক চিন্তা করল আরে এই বৃদ্ধতো আসলেই একটা কিছু ! তারা কিছুদিন পর বৃদ্ধের কাছে গেল বলল
- আচ্ছা আমরা আগামী পর্শূ কি স্যুটি শুরু করতে পারব?
- জানি না
- কেন আপনি না আবহাওয়া নিয়ে ভবিষ্যৎবানী করতে পারেন?
- (দীর্ঘশাস) আমার রেডিওটা নষ্ট হয়ে গেছে!

ডাক্তার- আপনার জন্য একটা খারাপ সংবাদ আছে আর একটা আরো খারাপ সংবাদ আছে...
- খারাপ সংবাদটা আগে শুনি?
- আপনার বাজে ধরনের ক্যান্সার হয়েছে আর চব্বিশ ঘন্টা বাঁচবেন। এবার আরো খারাপ সংবাদটা বলি-
- এর চেয়ে খারাপ সংবাদ আর কি হতে পারে?
- খবরটা গতকালই জেনেছি। কিন্তু আজ দিলাম।

সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেল এক মহিলা আর তার হাজব্যান্ড
- সমস্যা কার?
- আমার হাজব্যান্ডের
- কি সমস্যা?
- ও নিজেকে সব সময় একটা ডিপ ফ্রিজ ভাবে
- ওহ ... এটা আসলে তেমন জটিল সমস্যা নয়...
- কিন্তু ও যখন মুখ খোলা রেখে ঘুমায় আলোর জন্য আমি ঘুমাতে পারি না।

এক মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে গেল একটা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। সেখানে বাচ্চাদের জোনে গিয়ে তার ছেলে একটা ঘোড়ার উপর উঠে দুলতে লাগল। অনেকক্ষন ধরে দুলল এখন যেতে হবে কিন্তু ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে না মহা বিপদ। অনেকে চেষ্টা করল কোন লাভ হল না । শেষ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার ফোন দিয়ে একজন চাইল্ড সাইকিয়াট্রি কে আনাল। সাইকিয়াট্রিস্ট এসে ঘোড়ার পিঠে বসা বাচ্চার কানে কানে ফিস ফিস করে কি বলল সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা সুর সুর করে নেমে মায়ের বাছে চলে গেল। মা ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় সাইকিয়াট্রিস্টকে বলল
-আচ্ছা আপনি ওকে কি বলেছিলেন , যে ও আপনার কথা শুনলো
-ওকে বলেছি ' হারামজাদা এখনই যদি নেমে না আসিস কান টেনে ছিড়ে ফেলব তোর...!'

-তোমার বড় ছোট বোন কাঁদছে কেন?
-ও ওর কেকের জন্য কাঁদছে। আমি দেই নি তাই
-ওর কেকটা কোথায়?
-আমি খাওয়ার সময়ইতো কাদা শুরু করল ও...

-বিয়ে ব্যাপারটা কি?
- দুজনে মিলে তিনপায়ে দৌড়ের মত একটা ব্যাপার। মাঝখানের বাধা দুই পা ঠিকমত না পড়লেই ভ্যাজাল।

-তোর কি মনে হয় কার্ড দিয়ে ভবিষ্যৎ বলা সম্ভব?
-সম্ভব
-কিরকম?
-যেমন ধর আমার মা আমার রিপোর্ট কার্ড দেখেই বলে দিতে পারে

বাবা বাসায় এসে আমার সঙ্গে কিরকম আচরন করবেন...

একটা চায়নিজ জোক-

জো- তুমি চায়নিজ পড়তে পার?
মো- হ্যাঁ, তখনই ...যখন ওটা ইংলিশে লেখা থাকে

পৃথিবীতে জন্ম নিয়ন্ত্রনের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি কি জানিস?

-না আমি জানি না
-সেটাই... কেউ জানে না।

-মস্তিস্কের বিকল্প কি বলতো?

- কি?
- নিরবতা

-ক্লাসিক বই কাকে বলে বলতো ?

-কাকে?
-যে বই সবাই প্রশংসা করে কিন্তু কেউ পড়ে না।

ঘড়ির দোকানের কর্মচারীর হাত থেকে একটা দামি ঘড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। সেটা সে মালিককে জানাল, মালিক বলল-
- ঘড়িটা কি থেমে গেছে?
- অবশ্যই। আপনি কি ভেবেছেন ওটা মেঝের কংক্রিট ফুটো করে আরো নিচে চলে যাবে?

-জানিস বাংলাদেশী ব্যাঙ রফতানী করা অনেক সোজা

- কেন?
- যেই বাক্সে ব্যাঙ পাঠানো হয় তার ঢাকনা লাগে না। ব্যাঙ একটাও পালায় না
- কেন?
- একটা ব্যাঙ লাফ দিলেই অন্যগুলো টেনে ধরে।

স্বর্গে র দরজায় বেশ ভীড়। কি ব্যাপার ওখানে একটা জায়গায় লম্বা একটা মই। সেই মই দিয়ে সবাই চক হাতে উঠছে আর উপরে উঠে একটা লম্বা দাগ দিয়ে নেমে আসছে।
- দাগ দিলে লাভ কি? একজন জানতে চায়
- সব পাপ কাটা যায় তারপরে স্বর্গে ঢুকতে পারে। জানাল স্বর্গের রক্ষি। এই সময় এগিয়ে এল বাংলাদেশের এক নেতা। চক নিয়ে উঠে গেল লম্বা মই দিয়ে উপরের দিকে। কিছুক্ষন পর নেমে এল।
- হয়েছে আপনার ? একজন এগিয়ে এল
- না আরো চক লাগবে আমার। চক নিতে এসেছি।

-মানুষ এটা তৈরী করে এবং বিক্রি করে !

- মানুষ এটা কিনতে চায় না কখনই তারপরও কিনে!
- মানুষ শেষ পর্যন্ত এটা ব্যবহার করে কিন্তু জানে না যে সে ববহার করছে! জিনিষটা কি?
- কি?
- কফিন।

এক মহিলা গেল পাদ্রীর কাছে

- আমি কনফেস করতে চাই
- কি বিষয়ে?
- আমি সারাদিন আয়নার সামনে থাকি আমার নিজের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখি। এই যে আমার সৌন্দর্যের জন্য আমার গোপন গর্ব এটাকে মনে করছি... আমি পাপ এই পাপ মোচন করতে এসেছি
- হুম...। ভাল করে মহিলাকে দেখে পাদ্রী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল-
-কনফেসটা হতে পারে ঠিক গর্বের পাপের জন্য নয়... কল্পনার পাপের জন্য।

মার্ক টোয়েন তার সততার একটা গল্প প্রায়ই বলতেন অন্যদের।

গল্পটা এমন-
- আমি তখন ছোট, একবার একটা তরমুজের গাড়ি থেকে একটা তরমুজ চুরি করি। তারপর একটা লুকোনো জায়গায় গিয়ে যেই তরমুজে কামড় দিতে গেলাম তখনই আমার মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তখন আমি তরমুজটি তার মালিককে ফিরিয়ে দিলাম। (তবে ফিরে আসার সময় আগেরটার বদলে একটা পাকা তরমুজ নিয়ে এলাম।)

এক লোক গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে দেখে তার সামনে একটা লোক রাস্তায় কান পেতে শুয়ে আছে। লোকটা গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে বলল -
- আপনার সমস্যা কি? রাস্তায় কান পেতে শুয়ে থাকা লোকটা বলল
- ছোট হুইল, পন্টিয়াক , সবুজ রঙের মহিলা চালাচ্ছিল নীল গাউন পরে, পিছনে তিনটা বা"চা , গাড়ির নাম্বার 'ডি এইচ- ১৩৪২'
- আশ্চর্য আপনি রাস্তায় কান পেতে এত কিছু বলে ফেললেন?
- আরে না কানপাতার বাপার না। ঐ গাড়িটা চাপা দিয়ে চলে গেছে আমাকে একটু আগে...

জুতা কিনতে গেছে এক লোক
- একি জুতা দিলেন? মাথাটা এত চিকন আর লম্বা, না এ জুতা চলবে না
- কিন্তু এবছর তো এটাই ফ্যাশন চলছে
- কিন্তু আমার পা জোরাতো গত বছরের রে ভাই!

-ডাক্তার আমার ছেলে একটা এ্যালার্ম ঘড়ি গিলে ফেলেছে
- তো কোন সমস্যা হচ্ছে?
- না সেরকম না তবে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিতে গেলে ও কামড়ে দিচ্ছে।

গাধা নিয়ে যাচ্ছিল এক কিশোর। তখন এক দল সৈন্য ফিরছিল কোন একটা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তারা বেশ ভাল মুডে ছিল। তারা ভাবল ছেলেটার সঙ্গে একটু মজা করা যাক।
- কিহে ছোকরা তোমার ভাইকে নিয়ে কোথায় চলেছ? অন্য সৈনরা সব হেসে উঠল। ছেলে তখন বলল-
- আর কোথায়? ভাইটার শখ হয়েছে সৈনিক হবে তাই তোমাদের অফিসে যাচ্ছি।

ড্রাইভার- আজ পথে একটা গরুকে চাপা দিলাম
- বল কি? কোন জাতের গরু

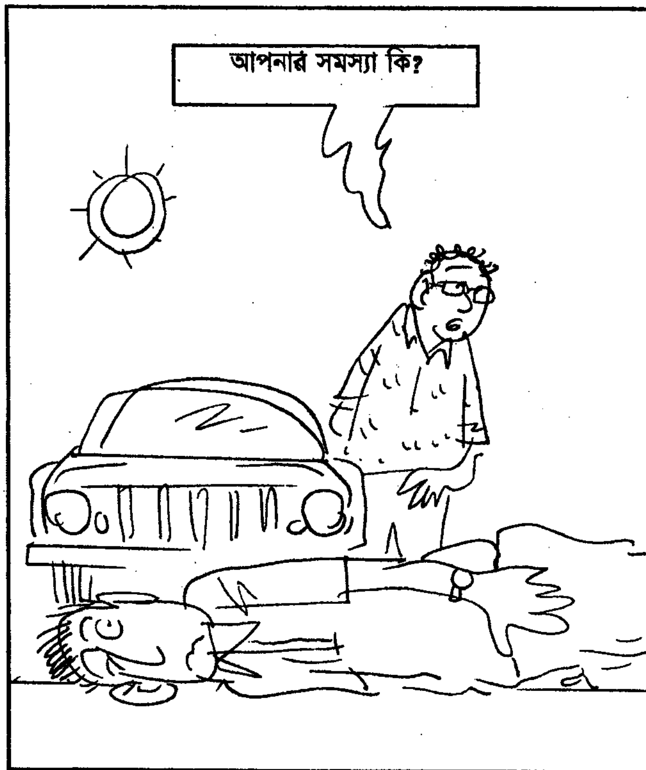

- কি করে বলব ওর লাইসেন্স প্লেটটা তো দেখি নি। পালিয়ে চলে এসেছি।

-আমার গার্ল ফ্রেন্ডকে দেখলাম সেদিন এক ছেলের সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে ঢুকছে...
- তুই ফলো করলি না?
- না
- কেন?
- ঐ ছবিটা আমার দেখা যে।

- গতকাল আমি 'টানেল অফ লাভ' এ ঢুকেছিলাম
- সঙ্গে গার্ল ফ্রেন্ড ছিল?
- আরে না টানেলের অন্ধকারে আমার মোটেই ভয় পায় না।

ক্ষিদের চক্র...?
তরুণ- এত ক্ষিধে পেয়েছে যে মনে হচ্ছে আস্ত একটা হাতি খেয়ে ফেলতে পারব
লোক- এত ক্ষিধে পেয়েছে যে আমার মনে হচ্ছে একটা ঘোড়া খেয়ে হজম করে ফেলতে পারব
বৃদ্ধ- আমি আস্ত একটা মুরগীর রোস্ট খেয়ে ফেলতে পারব সাথে যদি থাকে পাতলা নান রুটি গোটা ছ'য়েক
তরুণী- এই মাত্র ক্ষিধেটা মরে গেল।

ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছে একটা ফকার প্লেন...

- খারাপ খবর আছে
- কি ?
- আমরা যে প্লেনটায় যাচ্ছি সেটা এই মাত্র হাইজ্যাক হল
- হায় হায় বলিস কি? এখন তাহলে কি হবে?
- তবে একটা ভাল খবরও আছে
- কি?
- প্লেন হাইজ্যাক হয়ে লন্ডন নিয়ে যাচ্ছে

শিকারী ১ম- ঐ ভয়ানক সিংহটাকে মারলে কিভাবে?

শিকারী ২য়- আমি একই সঙ্গে ওর পায়ে আর মাথায় গুলি করলাম

শিকারী ১ম- সেটা কিভাবে সম্ভব একই সঙ্গে পায়ে আর মাথায় গুলি করা?

শিকারী ২য়- ও তখন সামনের পা দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছিল...

স্বামী স্ত্রী ।

- ওগো কাল আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি আমাকে দশ হাজার টাকা দিলে
- তাই ?
- তারপর বললে ঐ টাকা দিয়ে একটা জর্জেট শাড়ি কিনতে
- আচ্ছা
- কি হল... কিছু বলছো না যে স্বপ্ন কি সত্যি হতে পারে না?
- পারেতো... ঐ টাকা তুমি রেখে দাও

দুই জুয়ারী বন্ধুর দেখা

-আরে তোকে এখানে দেখে ভাল লাগলো
-আমি যে এখানে নেই বাজি লাগবি?
-বেশ বাজি কত?
-এক হাজার...
-ওকে বাজি প্রমাণ কর তুই এখানে নাই।
-আমি কি এই মুহূর্তে চিটাগাং এ আছি?
-না
-খুলনায় আছি ?
-না
-তাহলে অন্য কোথাও আছি তাই না?
-হ্যাঁ
-অন্য কোথাও যখন আছি তার মানে এখানে নেই তাই না?
-হ্যাঁ
-এইতো তুই স্বীকার করলি আমি এখানে নেই । দে এক হাজার টাকা।
-তুই এখানে নেই তো আমি তোকে এখানে টাকা দিব কিভাবে? ... যাই খোদা হাফেজ।

- আমার বাবা যে জাহাজে চাকরী করতেন সেটা ডুবে গেছে
- তাহলে এখন তিনি কি করেন?
- ডুবো জাহাজে চাকরী করেন।

- আমি আপনার মেয়ের প্রেমিক
- ও আচ্ছা তুমিই সেই আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম
- কিরকম ভেবেছিলেন?
- ভেবেছিলাম তোমার কানে একটা ফোন লেগে থাকবে।

দুই বাচ্চা কথা বলছে-

- আজ বাবা মা ভাল মুডে আছে
- কিভাবে বুঝলি?
- বাবার জোক শুনে মা খুব হাসছে!!

ট্রাভেল এন্ড ফ্যাশন

প্রকাশনার আট বছর

ভ্রমন, পরিবেশ ও ফ্যাশন বিষয়ক ম্যাগাজিন

ট্রাভেল এন্ড ফ্যাশন
নিয়মিত বেরুচ্ছে। এতে আপনিও লিখতে পারেন। আপনার ভ্রমণ কাহিনী, হতে পারে সেটা দেশে বা বিদেশের যে কোন জায়গায়। আজই লিখে পাঠিয়ে দিন। পরিবেশ নিয়েও লিখতে পারেন ভ্রমনের সঙ্গে পরিবেশতো একটি জরুরী বিষয়।

ফ্যাশন নিয়েও লিখতে পারেন, তবে সে ফ্যাশন যে সবসময় হতেই হবে পোষাক বা সৌন্দর্য বিষয়ক তা নয়, হতে পারে প্রকৃতির ফ্যাশন বা মহাবিশ্বের কোন অন্তর্নিহীত রহস্যময় বিষয়ে...

বা আপনার এলাকার কোন অবহেলিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের টিম সেখানে যাবে...বিষয়টি আলোকপাত করতে...

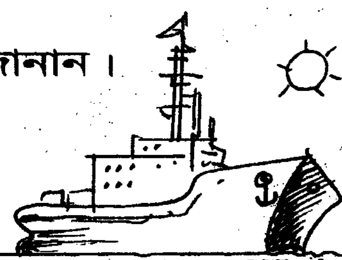

→ www.travelandfashion.net
info@travelandfashion.net

cell-ph. 01718330985

বাড়ি- ৫৪ (নিচতলা)
সড়ক- ৯, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর- ১
ঢাকা- ১২১৬

বিদেশী কার্টুন!

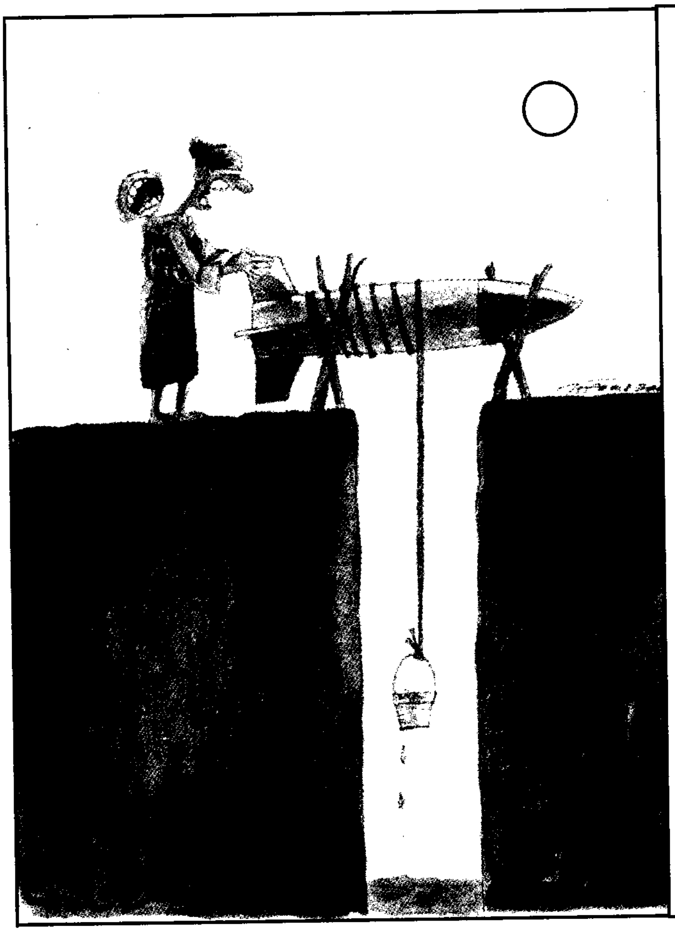

HAPPY CHILDREN'S DAY!!!

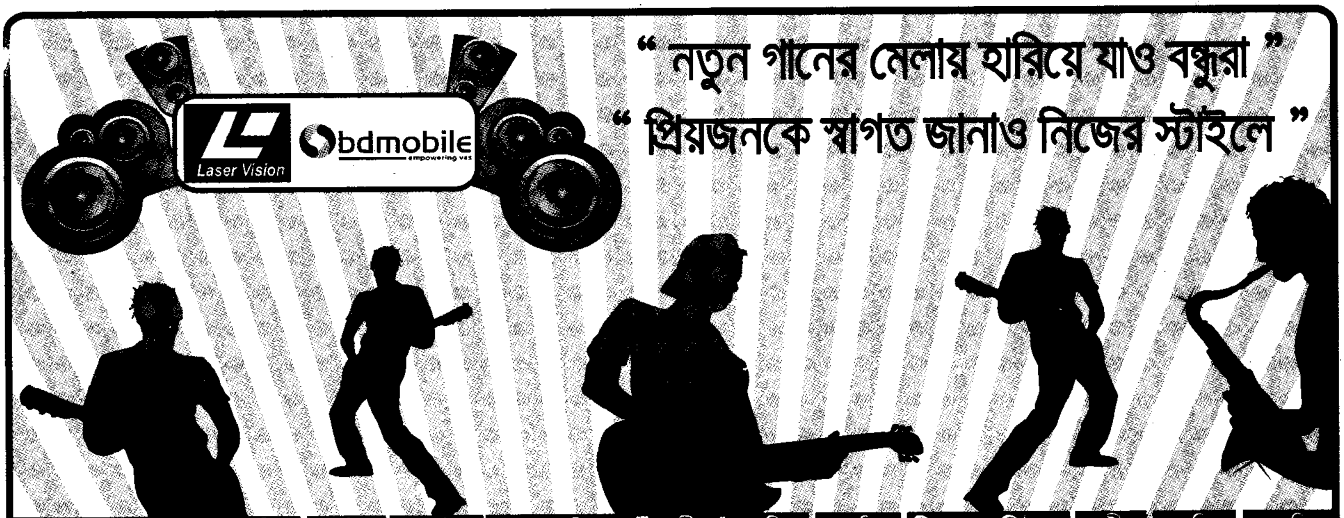

নতুন হিটস্	গ্রামীণ কোড	রবি কোড	বাংলালিংক কোড
তোমার হৃদয় পানে - বেলাল.পড়শী	5351707	18041277	5514961
নিশি পক্ষি - মমতাজ	5351704	18041274	5514958
সুন্দর পৃথিবী - বারি সিদ্দিকি	5351706	18041276	5514960
ইষ্টিশন - বেলাল খান	5351702	18041272	5514956
কৃষ্ণ দর্শনে - প্রিয়াংকো	5351703	18041273	5514957
নিঠুর কালা - পালবাসা	5351584	18041147	5514586
তোমাকে ভুলে - পূথী.কোনাল	5351576	18041156	5514596
বন্ধু হারা - মনির শরীফ	5351588	18041160	5514609
হৃদয়ে তাকিয়ে দেখ-নওরিন.রাজবীর	5351631	18041223	5514716
মন হারিয়ে - নওরিন.নাজমুল	5351633	18041225	5514718
সমুদ্রের পাশে - নওরিন.রাজবীর	5351636	18041228	5514721
ভালবাসার স্বপ্ন - সানী.ন্যান্সী	5351484	19172334	5514065
অজানা বেশে - কোনাল	5351595	18041167	5514617
আর কত কত আর - সায়ান	5351327	18041190	5513674
মন আমার লজ্জা কি তোর-সায়ান	5351324	18041214	5514640
তাজ্জব বনে যাই - সায়ান	5351598	18041206	5514662
মন পাজরে - কাজী শুভ	535567	191762	551318
আমার যমুনার জল-ক.বাবু	5351304	18041033	5513639
সাবান আইনা দিলা না-বাবু	5351307	18041035	5513662
গুয়া উড়িলো রে- প্রান্তি	5351309	18041037	5513663
জলের ঘাটে- ক. র. বাবু	5351306	18041039	5513637
লাভ মি - তানভীর শাহীন	5351167	1804882	5512348
ভোলা মন- ওয়াকীল	5351466	18041103	5514038
বন্ধুর বাড়ি- শিবলী সাদিক	5351525	19172401	5514168
ভালবাসি-বেলাল খান.পড়শী	5351436	19172295	5513978
লুকোচুরি মন- বেলাল খান	5351429	19172307	5513988
অপেক্ষা- বেলাল খান	5351431	19172299	5513983
সোনা বন্ধে- বেলাল খান	5351433	19172324	5513987
তুমি হীনা- বেলাল খান	5351435	19172302	5513984
এক মুঠো স্বপ্ন-বেলাল.মোহনা	5351428	19172297	5513980
অবুঝ আমি- বেলাল খান	5351430	19172298	5513989
তারায় বোনা আকাশ-সালমা	5351532	19172408	5514174
চুপি চুপি- ঝিলিক	5351515	19172410	5514177
নীল আকাশ-ই.টিপু.ঝিলিক	5351519	19172413	5514180
তোমার জন্য- ঝিলিক	5351522	19172417	5514183
কে আছে জীবনে আমার	5351398	18041050	5513945
প্রেমের জানাযা- সালমা	5351530	19172406	5514172

সুপার হিটস্	গ্রামীণ কোড	রবি কোড	বাংলালিংক কোড
সখি রে - তানভীর শাহীন	5351170	1917837	5512351
এক জীবনে এত প্রেম-শহীদ	535584	191759	55128
তুমি আমার- আ.রুমি.পূজা	535907	191711	5511312
না বলা ভালবাসা-আ. রুমি	53520	191766	551148
মনের আকাশে-কাজী শুভ	535568	1917319	551319
জানি তুমি - কণিকা	535557	1917321	551314
তুমি আমার ভাবনা-শহীদ	535345	191763	551663
অবুঝ ভালবাসা - হৃদয় খান	53537	19172282	551403
প্রেম - হৃদয় খান.কণা	5351234	19171818	5513128
মা - মিলন মাহমুদ	5351232	19171816	5513130
অপারগতা - আরফিন রুমি	5351233	19171817	5513129
চোরাবালি-অনুপম.ন্যান্সী	5351229	19171813	5513123
চোখেরই পলকে-রিজভী.শুভমিতা	535812	191744	5511054
যদি তুমি- রিজভী.শুভমিতা	535795	191746	5511056
এই জীবনে-আ.রুমি.পড়শী	5351131	1917455	5512169
পরাণের পাখি - টুটুল	5351135	1917459	5512173
ভালবেসে সখি নিভৃতে	5351103	1917479	5512221
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে	5351114	1917526	5512235
তুমি রবে নীরবে	535259	1917335	5511766
বসন্ত মন - ন্যান্সী	535399	180497	551173
আজ এই দিনটাকে মনের	535495	1917595	551101
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি	535564	1917702	5513031
মন - ন্যান্সী	535519	1917852	55114
আমার পরাণ যাহা চায়	5351115	1917527	5512236
কেন পিরিতি বাড়াইলা	535132	1917754	5512434
পারিনা ভুলে যেতে-বিপাশা	53550	1917299	551411
বৃষ্টির গান - পূজা	535898	19173	5511304
তোমার খোলা হাওয়া	535258	1917339	5511770
রেল লাইন বহে সমান্তরাল	5351403	18041055	5513950
শ্যাম তোমারে করি মানা	5351405	18041057	5513951
তুমি আমি - আরিফ.আর্নিক	5351128	1804835	5512196
লজ্জা রাঙা - শাহরিয়ার	535565	1804280	551316
প্রেম সে তো জাত কূল	5351402	18041054	5513949
একটুকু ছোঁয়া লাগে	5351117	1917528	5512238
মন- ইমরান ও নিরু	535311	18046	551176
আগুন লাগাইয়া দিলো	535362	180460	55164
নির্জন যমুনার কূলে-দিলরুবা	5351400	1804105	5513953

মিক্সড হিটস্	গ্রামীণ কোড	রবি কোড	বাংলালিংক কোড
ও আমার দেশ- ওয়াকীল	5351471	18041108	5514024
বাস্ কর এই ক্ষণে- ওয়াকীল	5351464	18041101	5514018
মাস্তওয়ালী- হাসান	5351410	18041062	5513957
আল্লাহ মেহেরবান- বাপ্পি রাজ	5351311	18041041	5513666
যদি তোর ডাক শুনে-অনিমা	5351248	18041012	5513417
মনে কি দ্বিধা রেখে- অনিমা	5351250	18041014	5513420
আল্লাহ গড়ে- সালমা	5351523	19172399	5514166
রাধা- কাজী শুভ	53523	1804388	55152
তুমি যদি চাও- আরফিন রুমি	53524	1804390	551116
অপেক্ষার প্রহর- জাবেদ	535163	1917204	5511686
মনে রবে কি না রবে	535256	1917341	5511772
সোনার বাংলা - সায়ান	5351597	18041189	5514341
ওরে আমার চোখের জল-সায়ান	5351325	18041215	5514641
দু'চোখ দিয়েই দেখো - সায়ান	5351336	18041199	5514655
এখানেই সুখ ছিলো - সায়ান	5351337	18041200	5514656
কবিয়ানা - সায়ান	5351340	18041203	5514659
স্বপ্নের দৈন্য - সায়ান	5351342	18041205	5514661
মেঘগুলো - পূথী.কোনাল	5351581	1804114	5514584
বন্ধুর বাড়ি - শিবলী সাদিক	5351525	19172401	5514168
স্বপ্ন আমার হাত ধরো-সায়ান	5351326	18041217	5514676
ভালবাসি মাগো তোকে-রুমানা	535290	1917243	5511781
ভালবাসার ঠিকানা-সানী.খেয়ালি	5351485	19172335	5514064
দুঃখ বিলাসী - শহীদ	535342	1917203	551667
আসবোনা ফিরে - টুটুল	535585	1804304	551264
কোল বালিশ - সায়ান	5351331	18041194	5513678
অন্ধ যুগল-এরশাদ ওয়াহিদ	5351332	18041195	5513679
আমি বাঙালী-এরশাদ ওয়াহিদ	5351329	18041192	5513676
যাবো এবার যাবো - সায়ান	5351298	1804118	5514333
নেশা লাগিলো রে	535366	180464	5511198
ও সোনা বন্ধুরে	535367	180465	5511015
চলোনা হই উদাসী- ইভান	535470	1804187	551294
আমার পূজার ফুল	535496	1804213	551245
হৃদয়ের গল্প - সানী.নওমী	535556	1804267	551304
ভালবাসিনি - রানা.আঁখি	5351059	1804819	5512148
তোমায় ভালবেসে - সানী.সাবা	5351482	19172331	5514067
মেঘের বাড়ি - কণা.মাহাদী	5351125	1804832	5512193
পাগল মন মনরে - দিলরুবা	5351401	18041053	5513948

GP: WT এবং স্পেস দিয়ে কোডটি লিখে পাঠিয়ে দিন **4000** নাম্বারে * **Robi: Get** এবং স্পেস দিয়ে কোডটি লিখে পাঠিয়ে দিন **8466** নাম্বারে
Banglalink: Down এবং কোডটি লিখে পাঠিয়ে দিন **2222** নাম্বারে * কাষ্টমার কেয়ার: 01720 080 388, 01826 604 617, 01918 030 944

চার্জ প্রযোজ্য

প্রমিডিউসের ইন্টারভ্যূ

উন্মাদ- জনাব প্রমিথিউস উন্মাদের অভিভাদন নিন
প্রমিথিউস- কি ব্যাপার?

উন্মাদ- না মানে ব্যাপার হচ্ছে আপনিতো মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন এনেছিলেন
প্রমিথিউস- শুধু আগুন না আরো অনেক কিছুই এনেছিলাম। তবে এখন বুঝতে পারছি বিরাট ভুল করেছি। মানুষের ভাল করতে নেই। তোমরা গার্মেন্টসে এতগুলো শ্রমিক কে আগুন থেকে বাঁচাতে পারলে না ? ছি ছি...

উন্মাদ- জি জি... মানে সেই ব্যাপারেই আপনাকে ইন্টারভ্যূ ...
প্রমিথিউস- আরে রাখ ইন্টারভ্যূ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কথা বলে লাভ আছে? এখন মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে তোমাদের জন্য আগুন আনাটাই বিরাট ভুল হয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত!

উন্মাদ- সবাই বলছে স্যাবোটাজ...
প্রমিথিউস- এইতো তোমরা আরেক কাহিনী কর। কিছু হলেই স্যাবোটাচ তদন্ত টক শো ... এই করতে করতে আসল ভিকটিম পগারপার... অঅঅ...উফফ...!!

উন্মাদ- কি হল?
প্রমিথিউস- পেটের ব্যাথাটা।

উন্মাদ- ও আচ্ছা আচ্ছা ... আপনাকেতো জিউস পাথরে শিকল দিয়ে বেধে রেখে ঈগল দিয়ে লিভার খাইয়েছিল। তা লিভার ছাড়া আপনি চলছেন কিভাবে?
প্রমিথিউস- কেন তোমরা চল না?

উন্মাদ- মানে কি? বলছেন...!!
প্রমিথিউস- আরে তোমরা যা খাচ্ছ ফরমালিন ক্যামিকেল এসব হজম করে কি আর মনে কর তোমাদের লিভার আর লিভার আছে? তোমরা যদি চলতে পার আমিও...
উন্মাদ- আচ্ছা আপনাকে নিয়েতো বেশ ব্যাবসা হচ্ছে ...
প্রমিথিউস- কিরকম?
উন্মাদ- প্রমিথিউস নামে সায়েন্স ফিকশন মুভি কার্টুন স্ট্রিপ, বই কমিকস ... তা আপনাকে কি রয়্যালিটি টয়ালিটি দেয় ? মানে পান কিছু?
প্রমিথিউস- (দীর্ঘশ্বাস) আর রয়্যালিটি ... আমিও শুনেছি এসবের কথা, আরে একটা কপিও দেয় না আর তুমি রয়্যালিটির হিসাব করছ... বুজলে ভায়া মানুষের জন্য এত করলাম... আর সেই মানুষ (দীর্ঘশ্বাস) তোমরা আসলে নিমক হারাম ... আচ্ছা তোমাদের ওখানে লবনের কেজি এখন কত?

উন্মাদ- আয়োডিন যুক্ত না আয়োডিন ছারা?
প্রমিথিউস- উফ... আচ্ছা তোমরা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পার না পাল্টা প্রশ্ন কর কেন? হোয়াই...??

উন্মাদ- ঠিকই বলেছেন ... সেদিন এক কমলাওলাকে জিজ্ঞেস করলাম কমলার কেজি কত ? বলে কয়টা নিবেন?
প্রমিথিউস- আচ্ছা অনেক ফ্যাদরা প্যাঁচালা হয়েছে তোমার ইন্টারভ্যু নেয়া শেষ হয়েছে?

উন্মাদ- কেন আর উত্তর দিবেন না?
প্রমিথিউস- এই যে আবার ... প্রশ্নের উত্তর নাই... কই আমার ঈগলটা কই? এই এই ফাজিলটার প্যাটের জিলিপির প্যাঁচটা খুলোতো...

উন্মাদ- লাভ নাই
প্রমিথিউস- মানে?
উন্মাদ- মানে ইয়ে... এখানে ঢোকার সময় আপনার ঈগলটা ডিসটার্ব দিচ্ছিল তাই ওটাকে কাটাবনে পার্শেল করে দিয়েছি, ভাল দাম পাবেন। আপনার পেটের চিকিৎসার খরচ উঠে যাবে।

প্রমিথিউস- বলে কি?! এই কে আছ এই ফাজিলটাকে শিকল দিয়ে বাধ পাথরের সাথে তারপর ওকে সাইজ করছি।
উন্মাদ- ইয়ে না না ন্যবা আজকের মত আসি ভাল থাকেন...খোদা হাফেজ!!